সচিত্র

সপ্তম এডোয়ার্ডের স্বর্গারোহণ।

(শোক-কাব্য)

শ্রীতারিণী প্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত।

ASCENSION OF EDWARD VII to Heaven.

(A DIRGE.)

WITH ILLUSTRATIONS.

BY

T. P. JYOTISHI.

Calcutta:

PRINTED BY K. P. MOOKERJEE & CO.

20, MANGOE LANE,

1911.

মূল্য ১৷৹ আনা।



T. P. JYOTISHI.

Copy of a letter received from Mahāmahopādhyāya Haraprasad Shastri, F. A. S. B., late Principal, Sanskrit College, Calcutta.

26, Pataldanga Street,
Calcutta, 7th June, 1911.

My dear Mr. Jyotishi,

I have read your book on the ascension of Edward VII to heaven.

It is a wonderful production! some of your scenes exhibit your power of imagination to the best advantage—the dream of Indra, His idea of exchanging the dominion of earth, are very well conceived. The meeting of the presiding goddess of earth with Queen Alexandra will be admired by all critics. It is altogether an admirable work conceived in the best spirits of poetry and loyalty. Students may read, authors may imitate and critics may scrutinise the book with profit.

Your sincerely,
(Sd.) HARAPRASAD SHASTRI.



Let the air resound with praise of the new King and the Queen !

Bench & Bar Diary Press, Calcutta

সপ্তম এডোয়ার্ডের স্বর্গারোহণ।

(শোক কাব্য)

প্রথম সর্গ।

লণ্ডন স্বর্গরাজ্য ও জয় ব্রিটনীয়া সঙ্গীত।

ত্রিদিব-ভূষণ নক্ষত্র সমাজ,
ত্রিদিব-চন্দ্রমা পুলকিত মনে!
গাও একবার ব্রিটনের জয়,
এস নামি সবে লণ্ডন-ভবনে।

ভূতলে অতুল রাজ সিংহাসন,
ভূতলে অতুল দেশ অনুপম,
চতুর্দ্দিকে নীল-জলধি দুস্তর,
মধ্যে মধ্যমণি ভুবন মোহন।

করে করে বেষ্টি সাগরোম্মিদল,
করে কোলাহল চৌদিকে বেষ্টিয়া,
দেয় উপহার শুভ্র শতদল,
নিত্য প্রেমোন্মত্ত না যায় ভুলিয়া।

গায় গীতধারা প্রবল গম্ভীর,
রাখে নিজ করে বেষ্টন করিয়া,
অনন্ত তরঙ্গ বিশ্বভাবে মগ্ন
বেড়ায় চৌদিকে নাচিয়া নাচিয়া।

শত্রু কর হেথা না পারে স্পর্শিতে,
শত্রু চক্ষু নিত্য অন্ধ এইখানে,
বক্ষ পূর্ণ কত লক্ষ লক্ষ পোতে,
কার সাধ্য ভবে প্রবেশে এখানে।

মণি মুক্তা কত হীরকের জ্যোতি,
উদ্ভাসে এখানে কে করে গণন,
বেড়ায় আনন্দে যুবক যুবতী,
পরে বেশ ভূষা মনের মতন।

অভাব অধৈর্য্য নাহিক এখানে,
আনন্দের ঢেউ সর্ব্বত্র সমান,
উৎসবের খেলা যেখানে সেখানে,
উল্লাসে অবশে ভাসে সব প্রাণ।

রাজ সিংহাসন দেবের বাঞ্ছিত,
লক্ষ্মী সহ যথা রন লক্ষ্মীপতি,
অটল অচল ত্রিদিব লাঞ্ছিত,
কণ্ঠে কণ্ঠে হেথা বসেন ভারতী।

মহাশক্তি কক্ষে আপনি কুমার,
বক্ষে বক্ষে সব আছেন জুড়িয়া,
মন্ত্রী-গণপতি মস্তকে সবার,
যুক্তি জ্ঞানে পূর্ণ রহেন মোহিয়া।

দেবশক্তি হেথা দশভূজা রূপে
পার্লিমেণ্ট্' পরে আসীনা আপনি;
ভুবন বিদিতা অনন্ত স্বরূপে
শাসিত পালিত হয় সর্ব্ব প্রাণী।

কত ব্যাস, অত্রি, কত কালিদাস,
কত বিশ্বামিত্র, গৌতম অযুত,
কত ধন্বন্তরী বাল্মিকির বাস
রয়েছে এখানে কে জানে অদ্ভুত।

সংখ্যাতীত সাংখ্য বশিষ্ট নারদ,
নাহি নিরূপণ নিবাস এখানে,
কত ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ-বরদ
বিলান অভয় বিশ্বজন প্রাণে।

গৃহে গৃহে সব কুবের ভাণ্ডারী
অতুল ঐশ্বর্য্যে রহিছে ডুবিয়া,
দেবী কি দানবী বুঝিতে না পারি
পরী রূপে সব বেড়ায় ঘুরিয়া।

ব'সে কত ভাবে ব্রহ্মার নন্দন,
সৃষ্টি বিজ্ঞানের করে আবিষ্কার,
কত বিশ্বকর্ম্মা করেন ভ্রমণ
যন্ত্র তন্ত্র করে লয়ে অনিবার।

শুভ্র সৌধাবলী শোভে স্তরে স্তরে,
গবাক্ষে গবাক্ষে যেন কোলাকুলি,
মুখে মুখে খোলা বুকে বুকে যুড়ে
রয়েছে নীরব যেন কিসে ভুলি।

কক্ষে কক্ষে কত নৃত্য গীত ভরা,
কত কোকিলের কুহু কুহু স্বর,
কত বীণা কত রাগেতে বিভোরা
উগারে সঙ্গীত-লহরী-সুস্বর।

কত যে বিহঙ্গ উড়ে উড়ে ধায়,
খোলা প্রাণে খোলা আকাশ ছাইয়া,
জানেনা কে কোথা আপন হারায়,
আপনার প্রাণে আপনি ভুলিয়া।

কোটী চক্ষু লয়ে কোটী তরুশির,
চাহিয়া রয়েছে নীরব আকাশে,
পরশি আনন্দে মৃদুল সমীর
কত ফুল অঙ্গে ফুটিছে হরষে।

স্বভাব সুন্দরী উলঙ্গিনী কত
লতিকা নির্ম্মলা কোমলতা মাখা,
যেন কি হেরিছে শির করি নত
বেয়ে বেয়ে গিয়ে গবাক্ষেতে বাঁকা।

আপনি দামিনী ত্রিদিব হইতে
বশীভূতা হেথা পরিচর্য্যাতরে,
ক্লান্ত পথিজনে কোমল শয্যাতে
করেন চামর অবিরাম ঘুরে।

নিশিতে আপনি হয়ে উলঙ্গিনী,
নিজ রূপে পশি কিরণ বিলান,
হেন দাসী কোথা হয় নাহি জানি,
সারা নিশি জাগি দিবসে ঘুমান।

আহামরি কেবা একাকিনী এত,
পথে পথে থাকি পথিকে জাগায়,
যন্ত্রে তন্ত্রে বাঁধা বসুধা বেষ্টিত
হেন দাসী কোথা সংবাদ যোগায়।

আকাশে পাতালে গভীর সাগরে,
সর্ব্ব কার্য্যে যোগ যাহার এখানে,
নামি স্বর্গ হতে ব্রিটিস আসরে
ভোগে ব্যস্ত সদা মর্ত্তের বিধানে।

ভোগের আলয় ভোগ সুখে রত,
মানব নিচয় মৃত্যু নাহি চায়,
বসুন্ধরা মাঝে করে ভোগ-ব্রত
এইখানে আসি স্বর্গভ্রষ্ট-কায়।

জানে সবে হেথা একই দেবতা
রাজরাজেশ্বরে হৃদয় মন্দিরে,
রাখে যত্ন ক'রে দেখে যথা তথা
প্রাণের ভকতি অন্তরে বাহিরে।

গায় গীত নিত্য কণ্ঠে কণ্ঠে মিশি—
"জয় রাজ্যেশ্বর ইংলণ্ডের পতি,
দীর্ঘজীবি হও, দীর্ঘকাল বসি
কর রাজ্য ভোগ প্রশান্ত মূরতি।

কহিনূর শিরে তুমি মহারাণী
বসি সিংহাসনে বরদাত্রী হয়ে
বিলাও অভয় সদা মুক্ত-পানি
চিরজীবি হয়ে থাক সবে লয়ে"।

ঘটে ঘটে উঠে এই মহা গীত,
মঠে মঠে ছুটে যায় দিগন্তর,
দেশে দেশে ঘোষে জাগায় নিদ্রিত
আপনি সমীর বিশ্বরাজ চর।

বলে ব্রিটনীয়া স্বনামে প্রধান,
স্বরাজ্যে সুধন্য সর্ব্ব গুণে গুণী,
নিজ বাহুবলে রক্ষে নিজ প্রাণ
মানের বিধাতা ঐশ্বর্য্যের খনি।

প্রবল প্রতাপ ব্যাপ্ত চরাচর,
রাজ্যের বিস্তৃতি নাহি হয় সীমা,
অস্তাচলে নাহি যান দিবাকর
ব্রিটনীয়া রাজ্যে এমনি মহিমা।

কে বলে পুরাণে ছিল ইন্দ্রপুরী
ইন্দ্রপুরে, ইন্দ্রপ্রস্থ কোথা ছিল
ভারতে একদা সৌভাগ্য বিতরি,
থাকে যদি আজ, কোথা ভেঙ্গে নিল

কোথা গেল আজ অযোধ্যা মথুরা,
দ্বারাবতী, দেব-দক্ষের নিলয়,
কোথা সে কৈলাস, নানারত্নে গড়া
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী, শুনিলে বিস্ময়!

পুরাণের বাক্যে পূরেনা বাসনা,
নূতন এখানে, দেখিলে নয়ন
জুড়ায় সহসা, না হয় ধারণা
ইহাই কি সেই পুরাণ বর্ণন?

ইহাই কি সেই কালের সাগরে
ডুবি ডুবি সব এক প্রাণ লয়ে,
এসেছে এখানে অনন্তের ক্রোড়ে
একত্রিত হয়ে একই হৃদয়ে?

অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল যে পুরীতে,
এসেছে কি সব লইয়ে এখানে,
দিতে উপহার এ মহা পুরীতে
চির চঞ্চলার এ নব আসনে ?

যদি এসে থাকে হউক অক্ষয়,
পূরুক আবার ভারতের আশ,
ভারত ঈশ্বর ভারতের জয়
বলুক সকলে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।

গাউক সকলে ব্রিটনের জয়
নাচুক উথলি দিগদিগন্তর,
সমুদ্র পর্ব্বত হউক্ নির্ভয়
নিরাময় আজ বিশ্ব চরাচর।

দেবগণের সম্মিলন ও ভীষণ স্বপ্ন।

কহিলা ত্রিদিব-পতি শুন দেবগণ !
দেখেছি নিশিতে আজ অপূর্ব্ব স্বপন ॥
শুনিলে বিস্ময় বোধ হইবে সবার।
শুন মন দিয়া সবে বিবরণ তার—
একদা মনের সুখে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
গিয়াছিনু মর্ত্ত্যধামে মানব ভূমিতে ॥
নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অতঃপর।
ইয়োরোপে আসিলাম প্রফুল্ল অন্তর ॥
দেখিলাম মহামান্য এই মহাদেশ।
মোর স্বর্গ রাজ্য হ'তে আরও বিশেষ ॥
জার্ম্মাণি, ইটালি, ফ্রান্স নামে কত মত।
শুনি নাই পূর্ব্বে যাহা শুনিলাম কত ॥
দেখিলাম নিজ চক্ষে কত যে অদ্ভুত।
মানবের কীর্ত্তি-চিহ্ন অযুত অযুত ॥
দেখিলাম শ্বেতদ্বীপ সাগর বেষ্টিত।
স্বর্ণপুরী বলে ভ্রম হইল নিশ্চিত ॥
তথায় প্রবেশি দেখি মানব নিকর।
শ্বেত বেশ শ্বেত কেশ শ্বেতাঙ্গ সুন্দর ॥
যথা তথা চরে সবে দেবতার প্রায়।
দেবযোনি যেন বিশ্বে চরিয়া বেড়ায় ॥
সুলোহিত গণ্ডস্থল শুভ্র দন্তচয়।
আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ তনু হয় ॥

সুমধুর ব্যবহার সুমধুর ভাষা।
হৃদয়ে অনন্ত ভাব মনে কত আশা॥
যথা তথা বিদ্যালয় বিদ্বান সর্ব্বত্র।
বিজ্ঞানের চর্চ্চা কত হতেছে বিচিত্র॥
চপলায় ভৃত্য করি রেখেছে সকলে।
যোগাইছে কার্য্য কত অনল অনিলে॥
কল কৌশলেতে পূর্ণ মানব আবাস।
বৎসরের কার্য্য নিতে দুদিনে প্রয়াশ॥
ছুমাসের পথ চলে একদিনে বসি।
পৃথিবী ঘুরিয়া আসে চপলা রূপসী॥
আদেশ ইঙ্গিত মাত্র সংবাদ যোগায়।
যেখানে সেখানে সবে লইয়া বেড়ায়॥
নিশিতে বাসেতে করে ফরাশের কার্য্য
অন্ধকার নাহি রাখে এ বড় আশ্চর্য্য॥
দেখিলাম শত শত কলের মহিমা।
কি বলিব কভু তার নাহি হয় সীমা॥
সুন্দর সুন্দর কত পরিচ্ছদ পরে।
কিন্নর কিন্নরী ব'লে ভ্রম হয় নরে॥
গীত বাদ্যে পরিপূর্ণ সর্ব্বত্র সমান।
সকলেই প্রেমামোদে ভাসাইছে প্রাণ
সর্ব্বত্রই পথ ঘাট অপূর্ব্ব উদ্যান।
সর্ব্বত্রই ফুলময় দৃশ্য পরিধান॥
সর্ব্বত্রই ঘোরে ভৃঙ্গ মধুর সন্ধানে।
সর্ব্বত্রই গায় গীত বিহঙ্গ সুতানে॥

পর্ব্বতে পর্ব্বতে কোথা হৃদয়ে হৃদয়ে।
আছে যেন হাত ধরি নীরবে দাঁড়ায়ে॥
নির্ঝরে ঝরিছে জল নির্ম্মল কোথায়।
ষোড়শী রূপসী কত সন্তরিছে তায়॥
কোথাও নীলাম্বুকূলে নাল উচ্চমুখে।
দাঁড়াইয়ে আছে গিরি কত সজ্জা বুকে॥
ধুইছে তাদের পদ কল্লোলিনী কত।
তরঙ্গে তরঙ্গে মিশি ধাইছে নিয়ত॥
বক্ষে ভরি পোতভার জলধি দুস্তর।
করিতেছে রণ-রঙ্গে নৃত্য নিরন্তর॥
চারিদিকে শ্যাম লতা শ্যাম তরুকুল।
চারিদিকে বনভূমি ফোটে বনফুল॥
পৃথিবী হাসিছে শ্যাম দুর্ব্বাদল গায়।
পরেছে তুষার বাস যথায় তথায়॥
হাসিছে তুষার শিরে উচ্চমুখ গিরি।
পড়িছে আনন্দ-অশ্রু সর্ব্বাঙ্গ শিহরি॥
বিলাস বিভব কত দেখিলাম চেয়ে।
স্বর্ণ রৌপ্য খনি কত আলয়ে আলয়ে॥
মতি মরকত আদি মাণিক্য নিচয়ে।
শোভিছে মানব দেহ কি সুন্দর হয়ে॥
নর নারী প্রেমে-গাঁথা আছে পরস্পর।
নাহি দ্বেষা দ্বেষী কিছু তাদের ভিতর॥
নাহি রোগ শোক কিছু ভয় বিভীষিকা।
চারিদিকে নাচে গায় বালক বালিকা॥

যুবক যুবতী হাস্য পরিহাসে মত্ত।
সুরসাল পানাহারে সবাই উন্মত্ত॥
নাহিক অভাব কিছু দারিদ্র্য যাতনা।
সবাই আনন্দ মুখ বিপুল বাসনা॥
মুখে সরলতা মাখা হৃদয় নির্ম্মল।
নিরন্তর পরদুঃখে চক্ষে বহে জল॥
সত্য ধর্ম্ম কর্ম্মময় নির্ম্মল কেমন।
কর্ম্মক্ষেত্র হেন আমি দেখিনি কখন॥
দেখিলাম রাজা এক আমার সমান।
আমার নিকটে আসি লইলেন স্থান॥
জিজ্ঞাসিলা মোর নাম মহান আদরে।
পরিচয় পেয়ে কর দিলেন এ করে॥
সে কোমল করস্পার্শ এমনি সুন্দর।
এখনো আমার মন ভোলেনি সে কর॥
উভয়ে বসিয়ে হ'লো কথা কত মত।
পরস্পর নিজ নিজ দেশের যেমত॥
বলিলাম আমি,—"ওহে সম্রাট মহান্!
আপনার রাজ্যে আসি জুড়াইল প্রাণ॥
লোকে বলে আমি ইন্দ্র মম রাজ্য স্বর্গ।
আমার রাজ্যেতে নাকি আছে চতুর্ব্বর্গ॥
আমার রাজত্ব নাকি সুখের আলয়।
জগতের লোক সব স্বর্গ-সুখ কয়॥
মৃত্যু নাহি মম রাজ্যে করে বিচরণ।
সবাই অমর নাম করিছে ধারণ॥

আছে নাকি মম রাজ্যে নন্দন কানন।
ফোটে পারিজাত পুষ্প তাহে অগণন ॥
হিংসা দ্বেষ কিছু নাহি জানে মম রাজ্যে।
দেবতা বলিয়া সবে বলে সর্ব্ব কার্য্যে ॥
মহাশক্তিমান্ নাকি আমি পুরন্দর।
অশনি আমার নাকি অস্ত্র ভয়ঙ্কর ॥
আমার দয়ায় নাকি অনাবৃষ্টি যায়।
বসুন্ধরা শস্য পূর্ণা আমার দয়ায় ॥
দেবতা সমাজে নাকি আমি দেবরাজ।
বসুগণ নিত্য মম করে নাকি কাজ ॥
শচী নাকি মহাদেবী মম প্রণয়িনী।
গুণে লক্ষ্মী ভাগ্যবতী রূপে সৌদামিনী ॥
দেবাঙ্গনাগণ নাকি রাজ্যের মাধুরী।
সর্ব্বত্র বেড়ায় হাসি ফুলমালা পরি ॥
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা ধনি।
আমারি রাজ্যের নাকি সৌন্দর্য্যের খনি ॥
আমিই একাকী নাকি ভোগের ঈশ্বর।
নানাভোগে কাটি কাল নির্ভয় অমর ॥
দৈত্য দানবের ত্রাস আমি নাকি একা।
জিনেছি সংগ্রাম কত নাহি লেখা জোখা
ঋষিকুল আমি নাকি করেছি রক্ষণ।
বৃত্ত আদি মহাবীরে করেছি হনন ॥
আমি নাকি মদোদ্ধত প্রমত্ত হইয়ে।
রেণুকার লোভেছিনু চ্যবন আলয়ে ॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে আমি নাকি হাঁকি।
আমার শক্তিতে নাকি ত্রস্ত সব আঁখি ॥
আমার অনন্ত লীলা পুরানে বর্ণিত।
আছে নাকি সর্ব্ব ধামে স্বরূপে নির্ম্মিত ॥
কিন্তু আমি আজ যাহা দেখিনু আসিয়া।
ঘুচিল আমার ভ্রম সকল দেখিয়া ॥
বুঝিলাম দেব-গর্ব্ব গেছে রসাতল।
আমার সে দেব রাজ্যে নাই আর বল ॥
তুলনায় তব রাজ্য অপূর্ব্ব মহান্।
যেদিকে নিরখি, দেখি সর্ব্বত্র সমান ॥
নানাগুণে নানাভোগে রাজ্যেশ্বর তুমি।
সংসারে অতুল তুমি ধন্য তব ভূমি ॥
ধন্য তব শিক্ষা দীক্ষা শিষ্ট ব্যবহার।
দেবের সমাজে নাই এরূপ কাহার ॥
কে বলে শচীর রূপ ত্রিদিব মোহন।
মূর্ত্তিমতী রূপরাশি পত্নী তব হন ॥
রূপে গুণে তাঁর কাছে নারী নাহি হেরি।
সাক্ষাৎ পার্ব্বতী যেন পরম ঈশ্বরী ॥
ভেবেছিনু লক্ষ্মী বুঝি আমাকেই চান।
এবে দেখি তব গৃহে কমলার স্থান ॥
বলেছিলা স্বরস্বতী ছাড়িবনা তোমা।
হেথা দেখি ঘরে ঘরে সেই মনোরমা ॥
সত্যবাদী গজানন বলেছিলা মোকে।
এ জীবনে আমি নাহি যাব অন্যলোকে ॥

এবে দেখি তিনি সব প্রাঙ্গণে বেড়ান।
যে তাঁহারে চায় হেথা তাঁর দিকে চান॥
তোমার ও পার্লিমেণ্টে তাঁর গতি বিধি।
বড় বড় মাথা লয়ে গড়িছেন বিধি॥
বাল্যকালে কার্ত্তিকেয় মোর নীতি হ'তে।
শক্তি পুত্র হয়ে শক্তি পেলে হাতে হাতে
বলেছিল দেবাসুর সংগ্রাম সময়।
কখন তোমার রাজ্য মোর ত্যজ্য নয়॥
এখন সে সুকুমার দেব-সেনাপতি।
তোমার সৈনিক ব্যূহে করে অবস্থিতি॥
কুবের কহিয়া ছিল ভূষণ বসন।
যোগাইব আমি নিত্য দেবের কারণ॥
এখন সে যক্ষরাজ এসেছে এ দেশে।
ব্যবসা পেয়েছে ভাল তোমার আদেশে॥
তোমায় সাজায় ভাল কত রত্ন দিয়া।
আমরা ও হেন রত্ন না পাই খুঁজিয়া॥
কহিনূর কেটে তব মস্তকে দিয়েছে।
মুকুটে এমন শোভা কে কবে পরেছে॥
বরুণের বুদ্ধি ভাল শঙ্খ বাদ্যে ছিল।
আমারে সে বেছে বেছে কত শঙ্খ দিল॥
এখন সে বেটা দেখি শাঁখ শুক্তি ছেড়ে।
লয়েছে তোমার চাকরী রনতরী প'রে॥
অনন্ত সমুদ্র মাঝে বুকে তুলে যায়।
যেখানে সেখানে ঘোরে দুন্দুভি বাজায়॥

কি বলিব সৌদামিনী মোর বক্ষে থাকি।
আমারে ফেলিয়া এলো তোমায় নিরখি॥
সর্ব্ব কর্ম্মে দাসী এবে সে তোমার ঘরে।
কি বলিব দাসী হেন পায় কোন্ নরে?
অতএব মহারাজ! তুমি ভাগ্যবান।
এই কলিযুগে বিশ্বে সবার প্রধান॥
ইচ্ছা হয় তব রাজ্যে করি নিত্য বাস।
তুমি যাও মোর দেশে হয়ে মহেম্বাস॥
কর গিয়া স্বর্গরাজ্য শাসন পালন।
ধন্য ধন্য দেবলোক হউক এখন॥
তোমার রাজ্যের মত হোক্ দেবরাজ্য।
লভুক তোমায় সবে হও দেব পূজ্য॥
বিধিমত কার্য্য সব কর তথা গিয়া।
তোমার বিধিতে বাধ্য হোক্ সর্ব্ব হিয়া॥
তথায় অমর হও ছাড়ি মরপুরী।
তোমার অপূর্ব্ব পুরী দাও সুখে ছাড়ি॥
তোমায় বসায়ে আমি দেব সিংহাসনে।
তপস্যায় মন দিব ভাবিয়াছি মনে॥
তোমারে ইন্দ্রত্ব দিয়ে আমি হব সুখী।
সুখী হবে স্বর্গবাসী তোমারে নিরখি॥
স্বর্গের শাসন রক্ষা তোমা হতে হবে।
বিধি বিশৃঙ্খলা যত সব দূরে যাবে॥
পরের কারণ তুমি দয়ার সাগর।
নর অবতার তুমি নৃপতি সুন্দর॥

এ নশ্বর নরদেহে নাহি কোন ফল।
দেবতার কাজ করি লও মুক্তি ফল॥
দেবের কারণে আমি দধীচির হাড়ে।
গড়েছিনু বজ্র এক বৃত্র বধিবারে॥
দধীচির কাছে গিয়ে বলেছিনু সব।
"তুমি বিনা দেব রাজ্য হয় পরাভব॥
তুমি অস্থি দাও যদি শরীর ত্যজিয়া।
সকলের রক্ষা হয় বৃত্র সংহারিয়া" ॥
শুনিয়া দধীচি মুনি ত্যজিলা জীবন।
স্বর্গে গেলা অস্থি দিয়া স্বর্গের কারণ॥
ভূতলে অতুল তুমি রাজরাজেশ্বর।
কিছুদিন দেব-রাজ্য ভুঞ্জ অতঃপর॥
আসিও আবার ফিরি পুত্র পৌত্র কাছে।
পত্নীর মানস পূর্ণ করো আসি পাছে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজা করি যাও মতিমান।
তোমারি সমান পুত্র সম্রাট প্রধান॥
নিজ গুণে তব সম হইবে নিশ্চয়।
রক্ষিবে তোমার রাজ্য অনন্ত বিষয়॥
পদের গৌরব কিছু না হইবে হানি।
স্বপদে রহিবে সুখে সেই নৃপমণি॥
অতএব মনে দেখ বিচার করিয়া।
ভোগ নহে হেথা, ভোগী স্বর্গে হবে গিয়া
ঐ দেখ স্বর্গ ভোগ তোমার কারণ।
রয়েছে অপেক্ষা করি বিবিধ মতন॥

হয়েছে নির্ম্মাণ ঐ স্বর্গের সোপান।
আনিয়াছি পুষ্পরথ করিবে প্রয়াণ ॥
যাও যদি ঐ পথে ঐ রথে আজ।
ডাক সব বন্ধুগণে পর দেবসাজ” ॥
উত্তরিলা এডোয়ার্ড নৃপতি গম্ভীর।
কি পুণ্য করেছি যাব তব সহ বীর ॥
স্বর্গের এ দেহ নহে নরকের ভয়।
এক দিন যেতে হবে ছেড়ে সমুদয় ॥
এ দেহ ভোগের নয় যোগে রক্ষা হয়।
স্বর্গ ভিন্ন সার কোথা অমরত্ব লয় ॥
অনন্ত কালের গর্ভে এ নশ্বর দেহ।
নাহি পারে দীর্ঘ দিন রাখিবারে কেহ ॥
জন্ম নিলে অবশ্যই হয় যে মরণ।
সনাতন প্রথা এই জীবের কারণ ॥
কত বীর নরপতি জন্মে দেশে দেশে।
থাকে নাম যদি কেহ লেখে ইতিহাসে ॥
যত্ন কৈলে তৃণ খণ্ড রহে বহু দিন,।
কিন্তু বহু যত্নে দেহ রহে না দুদিন ॥
ইচ্ছামৃত্যু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধুর বাঞ্ছিত।
ব্যাধিমৃত্যু হতে হয় জীবের লাঞ্ছিত ॥
অপঘাতে অপমৃত্যু বলে সর্ব্বজন।
সম্মুখ সমরে মৃত্যু স্বর্গের কারণ ॥
দেবরাজ যাই যদি তোমার আহ্বানে।
কি বলিয়া প্রবোধিব রাজ পরিজনে ॥

সত্য বটে হবে মম অদৃশ্যে গমন।
কেহ না রাখিতে মোরে পারিবে কখন ॥
হইয়াছে ভোগ শেষ রোগ নাম মাত্র।
তোমার দর্শনে প্রীত হইলাম অত্র ॥
আমা হতে হয় যদি দেবরাজ্যে শান্তি।
তবে কেন মায়া-দেহে লয়ে থাকি ভ্রান্তি ॥
আমি গেলে যদি হয় রাজ্যের সুফল।
সময়েতে বৃষ্টি পাত বৃক্ষে ধরে ফল ॥
দেবের দেবত্ব বাড়ে ঘুচে দৈত্যত্রাস।
তবে কেন যাইব না অমর স্বকাশ ॥
এমন মহৎ পদ কে ছাড়ে জীবনে।
যাইতে কে নাহি চায় পিতার সদনে ॥
পিতা মাতা যেই স্থানে করিছেন বাস।
আর না আসিতে হবে যে মৃত্যুর পাশ ॥
সে স্থানের অভিলাষী আমি হে বাসব।
আমা হ'তে তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে সব ॥
আমার মহিমা নহে তোমারি কৃপায়।
পেয়েছি ঐশ্বর্য্য মহা এই বসুধায় ॥
রাজাধীপ চক্রবর্ত্তী সম্রাট প্রধান।
হইয়াছি এই বিশ্বে সর্ব্ব সন্নিধান ॥
পেয়েছি আনন্দময় পত্নী পরিবার।
জানি আমি স্থির জ্ঞানে কেহ নহে কার ॥
কেহ আগে কেহ পাছে করিবে গমন।
দুদিনের তরে সব মায়ার বন্ধন ॥

আমি গেলে মম সঙ্গে কেহ নাহি যাবে।
ধরায় অতুল রাজ্য সব প'ড়ে রবে॥
দেহ রবে একপাশে ধরণীর বুকে।
ধর্ম্মের সহিত আমি যাব স্বর্গলোকে॥
লইবেন যীশু মোরে কর বারাইয়া।
তোমার সহিত যাব আনন্দে চলিয়া॥
আনন্দ ধামেতে গিয়া হব উপনীত।
পাইব ও অমরত্ব তোমার সহিত॥
অপ্সরা নাচিবে পার্শ্বে কিন্নরী গাইবে।
দেবাঙ্গনা দল পারিজাত পারি দেবে॥
করিব আনন্দমনে নন্দনে ভ্রমণ।
ইহাপেক্ষা নন্দন কি আনন্দের নন॥
যাই তবে গৃহে যাই লয়ে প্রণয়িণী।
শুভক্ষণে শুভযোগে ছাড়িব ধরণী॥
পাঠাও হে পিছু পিছু দেব-দিব্যরথ।
দিব্য দেহ লয়ে যাবে পূরি মনোরথ॥
অদৃশ্যে তোমার রথ পশি মম পুরে।
করিবে অপেক্ষা মাত্র মম অন্তঃপুরে॥
কিন্তু দুঃখ এই মম ওহে পুরন্দর!
যখন করিব যাত্রা রথের উপর॥
কি বলে বুঝাব আমি কি বলিব তাঁরে।
যিনি মম অর্দ্ধ অংশ দেহ ও অন্তরে॥
"কোথা যাও" বলে যবে কাঁদিবেন তিনি।
তাঁর সহ আরো সব কাঁদিবে রমণী॥

ভাই বন্ধু কেঁদে যবে হইবে আকুল।
যুবরাজ মম শোকে হারাবেন কূল॥
উচ্চরবে হবে যবে বিদায়-ক্রন্দন।
চতুর্দ্দিকে বালকেরা করিবে রোদন॥
তখন কি বলে সবে প্রবোধিব আমি।
থাকে যদি বল তবে ওহে অন্তর্য্যামী" ॥
হাসিয়া তখন আমি বলিনু "সম্রাট।
নশ্বর এ মায়া দেহ এ বড় বিভ্রাট॥
আগে পাছে যাবে দেহ তবু মায়া হয়।
দেহের দেহত্ব নাই তবু দেহ কয়॥
জীবের অস্তিত্ব কোথা ভাবে না মানব।
দুদিনের ভোগে বলে আমারি বিভব॥
কেবা আমি কে আমার কোথা আমি যাব।
কেহ নাহি ভাবে তাহা ভোগে মত্ত সব॥
ভোগে যে রোগের ভয় যাতনা অশেষ।
বুঝিয়াও নাহি বোঝে মানব বিশেষ॥
না বুঝে এ বিশ্বময় আত্মার বন্ধন।
উড়াইলে নাহি উড়ে মুক্ত নহে মন॥
পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম-ভোগ জঠরে উদয়।
কর্ম্মের কারণ পুনঃ দেহ প্রাপ্ত হয়॥
কর্ম্ম-ভোগ অবসান হয় যদি জ্ঞানে।
কে রাখিতে পারে তারে এভব বন্ধনে॥
ক্রুশে বদ্ধ দেহ যবে ছিল মহাত্মার।
প্রাণ কি মোদের কাছে ছিল না তাঁহার॥

কে বলে হইয়াছিল তাঁর প্রাণে ভয়।
প্রাণের কি ভয় আছে প্রাণ সর্ব্বময়॥
কে কাঁদে কাহারে তুমি কাঁদাও এ ভবে।
আগে পাছে কান্না লাগি আছে নিজ ভাবে
কান্নার সান্ত্বনা স্বর্গ অনুপম ধাম।
কান্না হতে মানবের যায় পরিণাম॥
যার অশ্রুজলে তুমি হও জলময়।
সে অশ্রু তোমার কভু সান্ত্বনার নয়॥
সে অশ্রু অনল সম দহে পরকাল।
সে অশ্রুর শান্তি হয় পেলে নিত্যকাল॥
অতএব চিন্তা করি নিজ ইষ্টদেবে।
স্বধামে করিও যাত্রা স্বরথে নীরবে"॥
এই বলি আমি তথা করিনু প্রস্থান।
অমনি আমার নিদ্রা হলো অবসান॥
কে কোথায় কিছু নাহি দেখিবারে পাই।
কোথায় সে মর্ত্ত্যধাম বলিহারি যাই॥
তোমরা রয়েছ হেথা ওহে দেবগণ।
জান কিহে কোথা সেই স্বপ্নের কারণ॥
শুভ কি অশুভ ফল কিছু নাহি জানি।
রাজ্যের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল গণি॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী দেব চক্রপাণি।
বলিলেন দিব্য জ্ঞানে স্বপ্ন অনুমানি॥
"মানবের ভাগ্যোদয় তোমার স্বপনে।
অবশ্যই সত্য হবে ঘটনা সেখানে॥

ঘটিলে দুর্ঘট তাহা অঘট ঘটন।
কেহ নিবারিতে তাহা পারে না কখন ॥
অবারিত স্বর্গদ্বার নিত্য এই খানে।
পুণ্যাত্মাই এসে থাকে পুণ্য-কর্ম্ম গুণে।
অবশ্যই পুণ্য যার হয়েছে উদয়।
সেই তো আসিবে এই অমর আলয় ॥
রাম যুধিষ্ঠির আদি যত রাজা ছিল।
নিজ পুণ্য হেতু হেথা তারা এসেছিল ॥
এখনও অমর তারা অমর আলয়ে।
আজও আছে চন্দ্র সূর্য্য বংশ সে ধরায়ে'
শুনিয়ে বিষ্ণুর বাণী ক'ন চতুর্ম্মুখ।
"ধরণীতে এ সময়ে কলির উন্মুখ ॥
কলির যে সব রাজা আছে পৃথিবীতে।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন ইংলণ্ড ভূমিতে ॥
শ্বেতদ্বীপ নাম তার ক্ষুদ্র বটে স্থান।
কিন্তু মহাশক্তি তথা সতত বেড়ান ॥
লক্ষ্মীর সে প্রিয় ভূমি ভুবন বিদিত।
নারায়ণ সেই স্থানে ছিলেন শায়িত ॥
যখন ভাঙ্গিল নিদ্রা, দেখি একার্ণব।
বিষ্ণু মায়াবশে বিশ্ব সৃষ্টি হ'ল সব ॥
সে মায়ায় আমি মুগ্ধ ছিলাম স্বরূপে।
প্রজার সৃষ্টির হেতু গেনু ইউরোপে ॥
ইউরোপে গিয়া দেখি সব শ্বেতময়।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে ভাসে শ্বেত পদ্মচয় ॥

পদ্ম দেখি ভুলিলাম আমি পদ্মযোনি।
আমার আহ্বানে তথা আসিলেন বাণী॥
বাণীর আনন্দ হ'লো শ্বেতপদ্ম পেয়ে।
বসিলেন তদুপরি আসন করিয়ে॥
সেই হ'তে শ্বেতদ্বীপ নাম হলো তার।
হইতে লাগিল ক্রমে সৃষ্টি চমৎকার॥
এখনো সে দিব্য দেশে বাণীর আদর।
লক্ষ্মী সরস্বতী দুই রন্ করি ঘর॥
কেহ না ছাড়েন কারে কোথা নাহি যান।
দুই বোনে হাত ধরে সতত বেড়ান॥
রাজভোগ পান সদা রন মহা সুখে।
সকলেই কণ্ঠে আর রেখে দেয় বুকে॥
শ্বেতহাস শ্বেতবাস শ্বেতকলেবর।
সেই হতে এই দেশে ভালবাসে নর॥
শুভ্র শ্বেত ভিন্ন হেথা কেহ নাহি চায়।
তাই বিশ্ব অবনত শ্বেতাঙ্গের পায়॥
শ্বেতদ্বীপ রাজা সেই শ্বেতের ঈশ্বর।
হীরক মুকুতা তাঁর গৃহে নিরন্তর॥
বিরাজে তাঁহার শিরে কহিনূর মণি।
ধরায় ইন্দ্রত্ব তাঁর ইন্দ্র তুল্য তিনি॥
তাঁর বংশে তাঁর দেশে পুণ্যবান কত।
জন্মিল মরিল আসি কত শত শত॥
এখনো তাঁদের নাম নিলে পুণ্য হয়।
রয়েছে তাঁদের স্বর্গে আসন অক্ষয়॥

দয়াবতী পুণ্যবতী ভিক্‌টোরিয়া রাণী।
বহুদিন সুখে রাজ্য করেছেন তিনি॥
তাঁরি পুণ্যে এডোয়ার্ড সম্রাট্ ভুবনে।
পুরন্দর! দেখা তব স্বপ্নে যাঁর সনে॥
বুঝি তাঁর পুণ্যবলে হয়েছে আহ্বান।
তোমার স্বরগ ধামে তব সম প্রাণ॥
মেদিনী তাঁহার বুঝি উপযুক্ত নয়।
পুণ্যের অভাব তাই অনুভব হয়॥
তাই দেবরথ লয়ে সেই কলেবর।
আসিতেছে এই খানে পরম সুন্দর"॥
অকস্মাৎ ব্রহ্মা আদি দেবগণ তথা।
দূত মুখে পাইলেন তড়িত বারতা॥
আসিছেন দিব্যরথে ভারত সম্রাট।
ধরায় শোকের সিন্ধু উথলে বিরাট॥
কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারে চারিদিক্ ঘেরা।
বিশ্বের সে শুভ্র জ্যোতি হইয়াছে হারা
সহসা সুগন্ধামোদে পূরিল ত্রিদশ।
শঙ্খ ঘণ্টা বেণু রবে ছায় দিক্‌দশ॥
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
উর্ব্বশী মেনকা করে নৃত্য আয়োজন॥
পৃথিবী কম্পিতা হন শোক দুঃখ ভরে।
দেবাঙ্গনাগণ স্বর্গে হুলুধ্বনি করে॥
ধরায় অশ্রুর জলে নদী ব'য়ে যায়।
ত্রিদিবে আনন্দ অশ্রু ভাসে দেব-কায়॥

এক দিকে হাসি মুখে পূর্ণ শশী ধরে।
আর দিকে ম্লানছায়া তপন অধরে।
জগতের রীতি এই বিধির বাঞ্ছিত।
কেহ নাহি রোধিবারে পারে কদাচিত॥

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের পীড়ার সংবাদ।

সুস্থ দেহ সুস্থ মন ছিলেন ভ্রমণে।
রোগের সংশ্রব কিছু ছিল না সেখানে॥
দিবা নিশি হাসিখুসি প্রফুল্ল অন্তর।
বিয়ারিজ্ নগরেতে ছিলা একেশ্বর॥
মহারাণী আলেক্জেন্দ্রা ছিলেন সঙ্গেতে।
দাস দাসী অনুচর ছিল তাঁর সাথে॥
ভোগের ছিল না শেষ প্রকৃতির সনে।
নিত্য প্রকৃতির ক্রোড়ে ছিলেন দুজনে॥
হেরিতেন বিশ্বজয়ী প্রকৃতির শোভা।
অতুল পর্ব্বতশ্রেণী মুনি মনোলোভা॥
স্থানে স্থানে শুভ্র স্বচ্ছ ঝরনার জল।
বহিত স্বাধীনভাবে করি কল কল॥
ফুটিত পাষাণ গায়ে ফুল মধুমাখা।
ফলে ফুলে অবনত ছিল শাখী শাখা॥
পরিতেন শ্যামবাস প্রকৃতি সুন্দরী।
উজ্জ্বল জ্যোছনা-বস্ত্রে বরাঙ্গ আবরি॥

ঊষাতে সোণার-সাড়ি রাত্রে নীলাম্বরি।
মধ্যাহ্নে রজত-বাস আহা কি মাধুরী॥
দেখিয়া তাঁহারা দু'য়ে ভাসিতেন সুখে।
ফুলচেয়ে দুইজনে পরিতেন বুকে॥
নাচিত হরিণ কত মুখে তৃণ করি।
তাঁহাদের কাছে আসি দিত গড়াগড়ি॥
দয়ার আধার দোঁহে করিতেন কোলে।
হরিণ হরিণী সহ যাইতেন ভুলে॥
দিতেন মুখের তৃণ মুখে ভাল কোরে।
খাওয়াতেন সুরসাল ফল মূল ধ'রে॥
খাইয়া সে রাজ হস্তে হরিণ হরিণী।
আসিত সেখানে তারা দিবস রজনী॥
ময়ূর ময়ূরী তাহে মরিত হিংসায়।
আসিত তারাও নিত্য যদি কিছু পায়॥
দেখাইত তাহাদের রূপের নাচন।
পেকম ধরিয়া দোঁহে করিত বেষ্টন॥
দয়াবতী রাণী দেখি তাঁহাদের রূপ।
পরিতেন পরিচ্ছদ নিজে অপরূপ॥
নর্ত্তক নর্ত্তকাগণে করিতে বিদায়।
করিতেন কতরূপ যতন তথায়॥
ভাবিতেন মণি মুক্তা ইহারা না চায়।
সামান্য শস্যের কণা পেলে সুখ পায়॥
দিতেন অঞ্জলি ভরি দয়াবতী রাণী।
যাইত সকলে মিলি নাজানি কিজানি॥

আবার নাচিত তারা আবার গাইত।
ঝাঁকে ঝাঁকে আরও সবে উড়িয়া আসিত॥
স্থানে স্থানে প'ড়ে আছে তুষার ধবল।
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে করে টলমল॥
কোথা মণি মুক্তা শোভে তাহার সমান।
রাজা রাণী দুয়ে দেখে হারাতেন জ্ঞান॥
শুনাত সুন্দর কত বিহঙ্গ সঙ্গীত।
নাচিত নূপুর পায়ে ঝিঁ ঝিঁ হরষিত॥
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বাতায়ন পথে।
শুতেন দুজনে শুভ্র চাঁদের আলোতে॥
শূণ্য হতে সুধাকর পাঠাইত সুধা।
সেই সুধা পান করি ভুলিতেন ক্ষুধা॥
অনন্ত নক্ষত্রে উঠি অনন্ত আকাশে।
দুইজনে নিরখিত যেন অনিমিষে॥
সারারাত নিদ্রা নাই জেগে হতো সারা।
তারার রাজ্যের তারা রাজভক্ত তারা॥
পৃথিবীতে তারা যদি থাকিত এখন।
কিম্বা যদি তথা হতো রেল সংঘটন॥
তাহলে ও তারাদল আসিত এখানে।
দেখিত ও রাজা রাণী সজল নয়নে॥
বেষ্টন করিয়া সবে নিত তারালোকে।
ভাসিতেন দুইজনে তাদের আলোকে॥
কিন্তু হায় বসুধায় নাই কোন সুখ।
কোন লোকে কোন ভোগে তৃপ্ত নহে বুক॥

সম্পূর্ণ কিছুতে নাহি হয় মনোমত।
এক আসে আর যায় সুখ দুঃখ যত॥
রাজার ভোগের শেষ হইল এখানে।
আসিলেন নিজ রাজ্যে একত্রে দুজনে॥
নিয়তির আবাহন কে লঙ্ঘিতে পারে।
রাজার হইল পীড়া কিছুদিন পরে॥
চিকিৎসক মত হলো সতর্ক থাকিতে।
সে মতের পোষকতা হলো রাজ মতে॥
কিন্তু একদিন ভ্রমে দেবের বাঞ্ছিত।
নাট্যালয়ে হইলেন রাজা নিমন্ত্রিত॥
রাত্রি জাগরণ তথা নানা অনিয়মে।
এলেন পীড়িত হয়ে নিজ বকিংহামে॥
ক্রমশঃ বাড়িল পীড়া, পীড়া বিপর্য্যয়।
কফ কাশী দুর্নিবার হইল সঞ্চয়॥
পার্শ্বে ছিল পার্শ্বচর দূত-রিউটার।
অমনি চৌদিকে দিল সংবাদ পীড়ার॥
পৃথিবী কাঁপিল শুনি কাঁপিল সাগর।
কাঁপিয়া উঠিল যেন লণ্ডন সহর॥
কম্পিতা হইয়া রাণী আসিলেন বাসে।
রাজ পরিবার সব কাঁপিল সন্ত্রাসে॥
যুবরাজ ব্যস্ত হয়ে ডাকিলেন সবে।
আসিলেন পাত্র মিত্র যথা যেই ভাবে॥
ধন্বন্তরী তুল্য যত চিকিৎসক ছিল।
একে একে রাজাদেশে সকলে আসিল॥

বলিলেন সবে দেখি পরীক্ষা করিয়া।
এ রোগ সামান্য নয় দেখিনু বুঝিয়া॥
তাহা শুনি ব্যস্ত হলো রাজ পরিবার।
চারিদিক ভাবনায় পূরিল সংসার॥
চিন্তিয়া আকুল সবে পরস্পর চান।
লক্ষ লক্ষ লোক এল লইতে সন্ধান॥
প্রাসাদের সিংহদ্বারে নর শিরময়।
নীরব নিস্তব্ধ সবে দাঁড়াইয়া রয়॥
শুনিবারে ব্যস্ত সবে দ্বিতীয় সংবাদ।
ভাবে মনে কি জানি কি হবে পরমাদ

ইংলণ্ডের বিষম চিন্তা।

সভয়ে সকলে, রাজবাড়ী চলে,
বদনে না সরে বাণী।
কেহ পেয়ে ভয়, ভজন আলয়,
ধাইছে আকুল প্রাণী॥
কেহ বসি দ্বারে, কানাকানি করে,
বলে না জানি কি হবে।
কি সংবাদ পাব, কেমনে পড়িব,
বুলেটিন্ কি বলিবে॥
বকিংহাম দ্বারে, লোক নাহি ধরে,
কেহ নাহি বলে কথা।
আছে দাঁড়াইয়া, যেন কি ভাবিয়া,
কি জানি শুনিবে তথা॥

আহার নিদ্রায়, রুচি নাহি যায়,
ফিরিতে না চায় মন।
আপনা ভুলিয়া, ধায় সব হিয়া,
যেন খোঁজে হারাধন॥
কেহ ভুলে যায়, পরিচ্ছদ গায়,
কেহ ফেলে যায় গাড়ি।
কেহ নগ্ন পদে, চলে দ্রুতপদে,
ভুলে যায় অন্য বাড়ী॥
কারো মাথা খোলা, এসেছে একেলা,
আনিতে ভুলেছে কারে।
কেহ বা মোটরে, কেহ গাড়ি চ'ড়ে,
যায় লোক দুইধারে॥
কেহ বা ডাক্তার, কেহ বারিষ্টার,
কেহ প্রিষ্ট্ ফরেনার।
কেহ প্রফেসার, কেহ এডিটার,
কেহ লিষ্টভুক্ত ষ্টার॥
কেহ একেশ্বর, কেহ বা দোসর,
কেহ পার্লিমেণ্ট সভ্য।
সকলেই ভাবে, কখন হইবে,
রাজ সুসংবাদ লভ্য॥
যান কাণ্টারবেরি, বড় গাড়ি চড়ি,
কত রাজগণ যায়।
যান এস্কুইথ্, মেয়র সহিত,
যান রাখি দরজায়॥

আলু থালু বেশে, এলাইত কেশে,
শ্বেত-সিমন্তিনীগণ।
কি হবে কি জানি, না জানি কি শুনি,
ভেবে আকুলিতা হন॥
শ্বেত চক্ষে জল, বর্ষে অনর্গল,
বক্ষ বেয়ে চলে যায়।
আকুল অন্তরে, বাক্য নাহি সরে,
এদিক ওদিক ধায়॥
পলকে রিউটার, করিছে প্রচার,
রাজপীড়া সর্ব্ব দেশে।
শুনে ব্যস্ত হয়, মানব নিচয়,
বিশ্ব নিরানন্দে ভাসে॥
রাজার জীবন, ভাবি প্রজাগণ,
ডাকে নিজ নিজ দেবে।
কেহ চর্চ্চ ঘরে, কেহ বা মন্দিরে,
উপাসনা করে সবে॥
বালক নিকর, যোড় করি কর,
রাজার আরোগ্য চায়।
দোকানী পসারি, কেনা বেচা ছাড়ি,
সংবাদ পড়িতে ধায়॥
ঘাটে মাঠে হাটে, নিরানন্দ নাটে,
যে যার ভাবিছে মনে।
খেলা ধুলা ছাড়ি, বসে আছে বাড়ী,
নাহি যায় কোনখানে॥

পথে নাহি জল, উদ্যান সকল
শুষ্ক যেন সর্ব্ব স্থল।
মধু নাই ফুলে, রয়েছে মুকুলে,
না ফুটিছে ফুলদল॥
নীরব বিহঙ্গ, নীরব কুরঙ্গ,
তুরঙ্গের চক্ষে ধারা।
মাতঙ্গ আতঙ্কে, ধায়না সে রঙ্গে,
সবে যেন আত্মহারা॥
নীরব সাগর, প্রবল দুস্তর,
পোত নাহি নড়ে চড়ে।
নাবিক সকল, হারাইয়ে বল,
বসে আছে চুপকরে॥
দাঁড়ায়ে প্রহরী, দ্বারে দ্বারে দ্বারী,
অনিমিষে দৃষ্টি করে।
কোষ হ'তে পড়ি, যায় তরবারি,
বন্দুক ধরিতে নারে॥
একি অসম্ভব, হইল এ সব,
চিন্তায় ইংলণ্ড ভাবে।
রাজপুরী মাঝে, কি ভাব বিরাজে,
আছে কেবা কোন্ ভাবে॥
জানিতে উৎসুক, দুর দুর বুক,
করিছে সবার হায়।
সর্ব্ব স্থানময়, আতঙ্ক উদয়,
কিছুতে না শান্তি পায়॥

পৃথিবীর কম্পন ও আকাশে ধূমকেতু দর্শনে বিশ্বব্যাপী ভয়।

চারিদিকে অলক্ষণ দেখি এ বৎসর।
ভাবিয়া বিকল চিত্ত মানব-নিকর॥
না জানি গো কিবা হবে দেশে অমঙ্গল।
ঈশ্বর মঙ্গলময় জানেন সকল॥
জগতের রক্ষাকর্ত্তা তিনি নারায়ণ।
যা করেন হবে তাই নাহি বুঝে মন॥
কেহ বলে ধূমকেতু যে উঠেছে ভাই।
উহার প্রকোপে বুঝি আর রক্ষা নাই॥
বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ইউরোপে সব।
গণিয়া বলেছে সবে হবে এই সব॥
প্রলয় করিবে বিশ্ব দুই দিন পরে।
কেহ না থাকিবে আর বাঁচিয়া সংসারে॥
বিশাল লাঙ্গুল ওর ধায় মহাবেগে।
পৃথ্বী চূরমার হবে গায় যদি লাগে॥
সূর্য্যেরে গিলিতে পারে ঐ ধূমকেতু।
নক্ষত্র উহার কাছে হয় ছাতু ছাতু॥
চাঁদেরে পূরিয়া পেটে লয়ে যেতে পারে।
আকাশটা একেবারে ভেঙ্গে দেবে পরে॥
উহার বেগের কাছে কোন বেগ নাই।
সহস্র যোজন চলে পলকেতে ভাই॥

কোথা হতে এল এটা কিছু নাহি জানি।
ভয়ে ব্যস্ত বিশ্বময় করে কাণাকাণি ॥
নিশিতে নাহিক ঘুম পেটে নাহি ভাত।
কেবল উহার চিন্তা করি দিন রাত ॥
মরিবার হয় যদি মরে যা'ক সব।
আর না বিলম্ব সয় ভয় ত্রাস সব ॥
বিলাতী গণক সব দেখুন সাক্ষাতে।
পৃথিবীর ধ্বংসফল যে হয় পশ্চাতে ॥
দেশীয় গণক সব যত অর্ব্বাচীন।
ভাবে না বিশ্বের এলো প্রলয়ের দিন ॥
বলে তারা ওর দ্বারা হইবে না কিছু।
ল্যাজ সাট মারিবে না পৃথিবীর পিছু ॥
আপনি এসেছে উহা আপনি যাইবে।
বিধাতার সৃষ্টি নাশ কভু না করিবে ॥
উহার নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়াছেন বিধি।
আমরা বুঝিতে নারি লয়ে ক্ষুদ্র বিধি ॥
অমঙ্গল দৃশ্য উহা হিন্দুশাস্ত্রে কয়।
উহার উদয়ে নানা অমঙ্গল হয় ॥
রাজার বিপত্তি হয় রাজ্যের অশান্তি।
মনুষ্যের রোগ শোক বাড়ে সব ভ্রান্তি ॥
ঘন ঘন ভূমিকম্প উল্কাপাত লভে।
এ সকল দৃশ্য হয় ভয়ঙ্কর ভবে ॥
কুরুক্ষেত্র মহারণে যত অলক্ষণ।
ঐ সব হয়েছিল পূর্ব্বে দরশন ॥

তাহার ফলেতে গেছে রাজার সংসার।
আবার কলিতে বুঝি হলো সে প্রকার॥
শুনিয়া রাজার পীড়া প্রাণ কাঁপে ভয়ে।
অলক্ষণে ওটা বুঝি যায় প্রাণ লয়ে॥
কোটী কোটী প্রাণ যার ইঙ্গিতে ঘুর্ণন।
কোটী কোটী প্রাণ যার প্রাণের কারণ॥
কোটী কোটী প্রাণ যারে আশীর্ব্বাদ করে।
কোটী কোটী প্রাণ যারে অনিমিষে হেরে॥
কোটী কোটী প্রাণ হতে হয় যার বল।
কোটী কোটী প্রাণে যার বাসনা মঙ্গল॥
সেই মহা প্রাণে যদি কুশের আঁচড়।
লাগে এক বিন্দু, তবে হইবে কাতর॥
বিশ্বময় চারিধার হবে দুঃখে মগ্ন।
রাজভক্ত প্রজাগণ হবে নাকি ভগ্ন॥
এস সবে এ জগতে শক্তি ভক্ত মোরা।
শক্তির নিকটে যাই লয়ে ভীম খাঁড়া॥
পূজিয়া শক্তির পদ ভক্তির সহিত।
তাড়াইয়া দি সব রাজার অহিত॥
কেটে দি ওটার ঐ লাঙ্গুল বিশাল।
পুচ্ছহীন চলে যা'ক মেঘের আড়াল॥
এসেছে যে দেশ হতে যা'ক্ সেই দেশে।
এমন পুণ্যের দেশে কেন মরে এসে॥
ভারত এ পুণ্যভূমি শান্ত প্রজাগণ।
রাজাকে সাক্ষাৎ জানে যেন নারায়ণ॥

দেব ভাবে জন্ম হয় মৃত্যু দেব ভাবে।
নাহি ভাবে একদিন কপটতা ভাবে॥
প্রাণভ'রে অন্ন বস্ত্র যদি এরা পায়।
অবিরত ভক্তিভাবে থাকে পায় পায়॥
আপনি না খেয়ে দেয় খাইতে রাজায়।
আপনি মরিয়া প্রাণে বাঁচায় তাঁহায়॥
রাজ অমঙ্গল কিম্বা রাজ্যে এলে শনি।
প্রবেশে প্রজার প্রাণে বিষম অশনি॥
কি করিবে প্রজা তবে ভাবিয়া না পায়
আপনার প্রাণ খুলে আপনি জানায়॥
তাই প্রাণ দিয়ে সবে অমঙ্গল ফল।
তুলে লও পৃথ্বী হতে হৃদে ধরি বল॥
ঈশ্বর করুণ রক্ষা রাজার জীবন।
অন্যদিকে অন্য ভাবে হোক্ ভূকম্পন॥
ধূমকেতু যা'ক্ অন্য আকাশে চলিয়া।
আমরা আতঙ্কহীন হই সবে গিয়া॥

দ্বিতীয় সর্গ।

ইংলণ্ডের কালরাত্রি ও ইংলণ্ডেশ্বরীর বিলাপোক্তি।

নিশি! কেন আজ হবি অবসান,
চাঁদ! কেন আজ যাবি অস্তাচলে,
নক্ষত্র! কেনরে মুদিবি বয়ান,
আয় সবে হেথা বসি এই স্থলে।

এই হর্ম্ম্যতলে আয় বসি আয়!
আয় চাঁদ আয়, তুইতো সে চাঁদ,—
বড় আদরের ছিলিরে এথায়
একদিন তুই লয়ে কত চাঁদ।

একদিন তুই ছিলি ওরে চাঁদ!
আমার এ হর্ম্ম্যতলে সুবিমল,
হাসিভরা মুখ তোর পূর্ণ চাঁদ,
বিলাইত সুধা কত নিরমল!

একদিন তুই আমার এখানে,
সরসে উদ্যানে নদীর তরঙ্গে
ঢালিতিস্ সুধা কতই যতনে;
নাচিতিস্ আরও কত চাঁদ সঙ্গে!

পাতায় পাতায় ফুল দলে দলে,
মেখে নিত তোর সুশীতল কর;
প্রশান্ত মূরতি সাজিত সকলে,
সুশীতল সব হইত অন্তর।

তোর করে মিশি রাজকন্যা কত,
গাইত নাচিত কত যে এখানে,
গাঁথিত মালিকা কত মনোমত,
পরিত ছিঁড়িত যা আসিত মনে।

খেলাইত যত রাজ বালকেরা,
তোরি দিকে চেয়ে মনের হরষে,
দিত করতালি হাসি মুখভরা,
জাগিত সকলে এক প্রাণে মিশে!

শ্বেতাঙ্গিনী মম গৃহলক্ষ্মী যারা,
মুকুতার মালা রাখিত খুলিয়া,
তোর শ্বেত করে হতো আত্মহারা,
তোর পানে চেয়ে পড়িত ঘুমিয়া।

তুই শান্তি সবে দিতিস্ নিশিতে,
তোর সান্ত্বনায় শান্ত হ'তো প্রাণ,
যখন বিলম্ব হইত আসিতে,
তোর অপেক্ষায় রাখিতাম স্থান।

না যেতেম একা বন উপবনে,
না যেতেম একা সাগর, পর্ব্বতে,
তুই না উঠিলে প্রাণের তুফানে,
কোথাও না মোরে পারিত লইতে।

আজ তুই চাঁদ! আমায় ভুলিয়া
কোথায় রহিলি? বল্ কোন দেশে?
দ্যাখ না বারেক আমায় আসিয়া,
আছি আমি হেথা কোন্ প্রাণে বসে।

তুই তোরে চাঁদ জীবনের গুরু,
তরুকুলে তুই দিস নব প্রাণ,
আমার কি এই মহাপ্রাণ-তরু,
আর না জীবনে করিবে উত্থান ?

আর কিরে তুই জাগাবি ইঁহারে
দিয়ে নিজ প্রাণ একদিন তরে ?
ঔষধের গুণ তোতেই সঞ্চরে,
তোরে প্রাণময় জানি এ সংসারে।

তুই বৃদ্ধি, আয়ু, ওরে শশধর !
চৈতন্যের মূল তুই মাত্র ভবে,
কেন আমি তবে ভাবি অন্য পর,
দাও বল মোরে আসিয়ে নীরবে।

অচৈতন্য এবে ইংলণ্ড ঈশ্বর,
নাহি সরে কথা বড়ই দুর্ব্বল,
না জানি কি হয় ওহে শশধর !
তাই তোমা ডাকি কি করি হে বল ?

চিকিৎসক সব হয়েছে হতাশ,
নাহি বল আর বিজ্ঞান সংসারে,
এর পরে আর না হয় বিকাশ
মানবের বুদ্ধি পুরুষ আকারে।

তুমি শশি ! মোর চির পরিচিত,
লণ্ডন তোমার চির প্রিয় স্থান,
শৈশব হইতে দেখি তুমি স্থিত,
যাও এস হেথা একই সমান।

একই আকাশে একই আকার
একই স্থানেতে উঠ আসি ধীরে,
একই সৌন্দর্য্যে ডুবাও সংসার,
শৈশব হইতে দেখি হে তোমারে।

ক্ষুদ্র তৃণে তুমি যতনে বাড়াও,
ক্ষুদ্র বীজে তুমি দাও হে অঙ্কুর;
আমায় এখন বারেক হাসাও,
ধরিতে প।।র।নে আছ বহুদূর।

ক্ষুদ্র প্রতি যদি এতই করুণা,
ক্ষুদ্র আমি তব রয়েছি এখানে,
পূরাও এ ক্ষুদ্র নারীর বাসনা,
বরষ অমৃত রাজার নয়নে।

রাজ চক্ষু এবে হোক্ উন্মীলন,
তোমার পানেতে হোক্ পরকাশ;
নিশি না যাইতে আসুক চেতন,
ফুল সম দেহ হউক বিকাশ।

প্রাণ শক্তি তরে জাগি মোরা সবে,
প্রাণ শক্তি লয়ে এস হে এখানে,
বলেছি নিশিরে, নিশি না পোহাবে,
তুমি না আসিলে বাঁচিব না প্রাণে।

জানি না হে তুমি আছ কোন্ দেশে,
কালনিশি আজ এসেছে লণ্ডনে,
বড় দুঃখ রৈল না দেখিনু পাশে,
মনের বাসনা রয়েগেল মনে।

উঠ যুবরাজ! ডাক হে ঈশ্বরে,
ভরসা কেবল তিনি মানবের,
দুর্ব্বল এ মন না বুঝে তাঁহারে,
অগতির গতি তিনি এ ভবের।

রাজা প্রজা মাত্র দেহের উপাধি,
ছোট বড় জ্ঞান এই ভূমণ্ডলে,
যা করেন তিনি সেই মহাবিধি,
ডাকি মোরা তাঁরে আজি প্রাণ খুলে।

নিশি! তুমি আজ বারেক দাঁড়াও,
শুনি কি শুনাই ইংলণ্ড ঈশ্বরে,
শেষ কি বিশেষ, তুমি শেষ হও,
আর এস না হে এরূপ অন্তরে।

তুমি আজ নিশি বড়ই প্রচণ্ড,
তুমি আজ নিশি বড়ই পাষাণ,
তোমারে যে আজ নিন্দিবে ইংলণ্ড,
যতকাল ভবে রবে তব স্থান।

নাম লিখে তব লবে ঘরে ঘরে,
"কালনিশি" বলে রাখিবে লিখিয়া,
কৃষ্ণ পক্ষ তুমি আরো কৃষ্ণ করে
আঁকিবে তোমাকে কলঙ্কে মাখিয়া।

পৃথিবীর মহাত্রাস এবং নিজ বেশে মহারাণী আলেক্‌জেন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান।

ভূধর-মুকুট-ধরা, নীলাম্বু-অম্বর-পরা
ধরা যান ইংলণ্ডের দ্বারে।
বৃক্ষরাজি-লোমকূপে, ঝরে থর থর কাঁপে,
বৃষ্টি-রূপে নয়নাশ্রু ঝরে॥
হৃৎকম্প-ভূকম্পনে, শঙ্কা হয় মনে মনে,
কোথাও কি হইবে প্রলয়।
নদী নালা-ধমনীতে, স্তম্ভিত শোণিত বাতে,
চলিতে অশক্তি ভাব হয়॥
ঢুলিছে ধবল গিরি, থাকে কিনা যায় পড়ি,
পক্ককেশ-তুষার-ধবল।
অমানিশি এ হিয়ায়, কিছু নাহি দেখা যায়,
ধূ ধূ করে প্রান্তর সকল॥
মরুভূমি-শূন্য প্রাণ, আশা-মরীচিকা স্থান,
যথা যাই সঙ্গে সঙ্গে যায়।
চক্ষুতে নাহিক জ্যোতি, তপনের গেছে ভাতি,
অতিরিক্ত মেঘ-জাল তায়॥
মন্দাগ্নি উদরে ভরা, নাহি কোথা উর্ব্বরা,
অনাহারে অস্থি চর্ম্ম সার।
প্লাবনে বসন ছিঁড়ে, জল থই থই করে,
ধুয়ে যায় দেহ বার বার॥

বিষে পূর্ণ দেহ মন, অভাবের যে তাড়ন,
ব্যাধি ভিন্ন নাহি অন্য কথা।
শ্মশান মশান গায়ে, কৃষ্ণ-চিহ্ন আছে ছেয়ে,
জাগে সদা শোক তাপ ব্যথা ॥
স্থানে স্থানে অরাজক, নাহি তথা সুনায়ক,
বিধি বাম আমার উপর।
বিদ্যুৎ অশনি পাত, বেষ্টিত হিংস্রক সাথ,
আত্মরক্ষা অসম্ভবকর ॥
সংগ্রামে সংগ্রামে মম, বংশ সব নিল যম,
বাদ বিসম্বাদে সদা থাকি।
পাপেতে হয়েছি ভারি, চলিতে আর না পারি,
আসিয়াছি বড় কষ্টে নাকি ॥
শুনেছি ইংলণ্ডেশ্বর, পী. .গ্রস্থ ভয়ঙ্কর,
চিকিৎসায় নাহি আর আশ।
কি করিব ভাবি তাই, কোথা গিয়ে শান্তি পাই,
শান্তিময় তাঁহার আবাস ॥
তিনি যদি যান চ'লে, আমি যাব কোন্ কুলে,
মোর শান্তি কে দিবে তখন।
তিনি শান্তিময় রাজা, তাঁর সব শান্ত প্রজা,
তিনি মম শান্তির কারণ ॥
হয়েছে বার্দ্ধক্য এবে, বাঁচি মাত্র তাঁরে ভেবে,
তিনি নৈলে হতেম উজার।
যত লাঠি তরবার, পৃষ্ঠে পড়িত আমার,
হাড় লয়ে আসা হ'তো ভার ॥

ঘরে ঘরে যত ভাগ, কেহ নহে মহাভাগ,
অভাগারে খেতে চায় খুলি।
জলে স্থলে নাহি শান্তি, কেড়ে লয় কড়া ক্রান্তি,
বেড় দিয়া রাখে যেন জালি ॥
পূরবে জাপান, চীন, হতেছে যে দিন দিন,
ভয়ে প্রাণ কাঁপে তা ভাবিলে।
সাগরে বাড়ায়ে না, বেড়ে আছে মোর গা,
মরে যাব গলাটী টিপিলে ॥
প্রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া হেথা, ফ্রান্স নাহি কন্ কথা,
রাশিয়ার আশয় ভীষণ।
সুইডেন্, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ইটালি, টার্ক,
জার্ম্মানির জীমূত গর্জ্জন ॥
শুনি ঘুম নাই চখে, দুর্ দুর্ কাঁপে বুকে,
থেকে থেকে কানে লাগে তালা।
রুজ্‌ভেল্ট শান্তি প্রাণ, আমার পানেতে চান,
মার্কিনেরা হইলে উতলা ॥
আফ্রিকায় যবে যাই, কভু না বসিতে পাই,
মরক্কোয় মরে আছি প'ড়ে।
সুদানের তোপধ্বনি, গ্রীসের গর্ব্বিত বাণী,
আমায় লাঞ্ছনা নিত্য করে ॥
কত সহিয়াছি প্রাণে, আসিয়াছি তব স্থানে,
বৃদ্ধ এবে দাঁড়াইতে নারি।
বসিতে দেহ মা স্থান, সুশীতল করি প্রাণ,
তব দুঃখে দুঃখী আমি ভারি ॥

তুমি রাজপত্নী মাতা, রাজ্যেশ্বরী তুমি হেথা,
রাজ্যেশ্বর প্রভুও আমার।
তাঁহার মুমূর্ষ কাল, আমার বিষম কাল,
দাবানল জ্বেলেছে এবার॥
শুনি রাণী রাজ্যেশ্বরী, কহিলেন ধীরি ধীরি,
ধরণীকে সান্ত্বনা করিয়া।
ওহে ধরা ধরাসনে, বোস তুমি ধরাসনে,
আমি ধরি রাজ্যেশ্বরে গিয়া॥
না জানি কি ভাগ্য ধরি, ভাগ্য বুঝি যায় ছাড়ি,
ভাগ্যধর যান বুঝি চলে।
জনমের মত মোরে,— ফেলি ঘোর অন্ধকারে,
কি করিব পৃথিবী তা হলে॥
তুমি অতি দয়াবান, আসিয়েছ মম স্থান,
মম প্রতি হইয়ে সদয়।
থাকে যেন তব মনে, যুবরাজে এইখানে,
সৎবুদ্ধি দিও দয়াময়॥
এ রাজ্য তোমারি প্রিয়, রাজা তব প্রার্থনীয়,
অক্ষয় এ রাজ্য সিংহাসন।
তুমি ধরে থাক ধরা, শান্তি পাই প্রাণে মোরা,
কভু যেন না নড়ে আসন॥
সকলেই এক দিন, হইব তোমাতে লীন,
তুমি সবে রেখে দিও বুকে।
চিরকাল রেখে আছ, শান্তি দিয়ে তব কাছ,
অনন্ত শয্যায় ঘুম চোখে॥

ধরা কন রাজ্যেশ্বরী, যা বলিলে আহা মরি,
সত্য সব নাহিক সংশয়।
আজি তব অশ্রুবারি, আর না দেখিতে পারি,
আমার এ প্রাণে নাহি সয়॥
তুমি সকলের মাতা, তুমি প্রবোধিবে কোথা,
তুমি নিজে হয়েছ আকুল।
কার শক্তি বুঝাইবে, তোমায় মা! প্রবোধিবে,
তুমি সর্ব্বসহা ধৈর্য্য মূল॥
এক প্রাণ গেলে পরে, আর প্রাণ হয় ফিরে,
এক বৃক্ষে কোটী বৃক্ষ হয়।
বিধাতার এই বিধি, তুমি জান সব বিধি,
তোমায় কে বিধি বদ্ধি কয়॥
যাঁহার বনিতা তুমি, তাঁহারি ভণিতা আমি,
ভয়ে ভীত জয়েতে উল্লাসী।
সুখে সুখী দুঃখে দুখী, হাসিলে হাসিয়া থাকি,
উদাসেতে হইযে উদাসী॥
তনয় আত্মজ নাম, পুত্র তব গুণধাম,
আমার এ বক্ষের রতন।
যাই তাঁরে হেরি গিয়া, সিংহাসনে বসাইয়া,
সার্থক এ করিগে জীবন॥
ধর্ম্মের ও সিংহাসন, কভু নাহি খালি রন,
কোটী চক্ষু আছে ওর তলে।
জ্বালায়ে মঙ্গল দীপ, বসিবেন নরাধিপ,
শোক তাপ ভুলিবে সকলে॥



There upon Earth :—What sayest then, given alas,
Too true unhappily without a doubt.
Like molten bud do drop those tears on mine
This soul by sufferings long sensitive grown.

Bench & Bar Diary Press, Calcutta.

চক্ষু সব ঝলসিবে, নব ভূপে নিরখিবে,
নবশক্তি শক্তির কারণ।
ব'লে "ধর্ম্ম অবতার— ঘুচাও আমার ভার",
আমি গিয়া করিব বরণ॥

বকিংহাম সিংহদ্বারে ভগ্নদূত কর্ত্তৃক সম্রাট এডোয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা এবং রয়টার দূতের দ্রুতগামী শোক সংবাদ লইয়া প্রস্থান।

সিংহদ্বারে ভগ্নস্বরে ভগ্নদূত আসি,
কহিলা কাতর কণ্ঠে, ওহে নরবৃন্দ!
আর নাই এডোয়ার্ড ইংলণ্ড-ঈশ্বর!
স্বর্গধামে কাল তিনি কাঁদায়ে সকলে
নিশির প্রথম ভাগে গিয়াছেন চলি!
কি বলিব, বিশ্ব আজ ঘোর অশ্রুজলে
হইল প্লাবন হেথা আচম্বিতে হায়!
পৃথিবীর মহাদ্যুতি মহামূল্য হার
রত্ন শূন্য হলো আজি, খুলে নিল কাল
আহা সেই মধ্যমণি ভুবন-মোহন!
এক দিনে, এক কোণ হতে আসি তার
অদৃশ্য তস্কর বেশে, কোন্ পথে হায়
গেল যে অদৃশ্য চলি কেহ না দেখিল।

প্রভাত দিল না হতে বিমল শর্ব্বরী;
মাতৃকোলে জাগিল না আর সেই
রাজ বালকেরা, দেখিল না আর তাঁরে
জন্মের মতন, ডাকিল না আর আহা!
সুমধুর বোলে, না গেল নিকটে আর
নাচিতে নাচিতে, না বাজিল সোণার সে
বলয় সকল বিমল কোমল করে;
না দুলিল (না দেখিলা তিনি আহা মরি!
কচি মুখে কচি শোভা হাসির তরঙ্গে;)
মুকুতার দুল সেই মরকত মালা।
জন্মের মতন সব হলো অবসান
তাঁর কাছে, গেলা তিনি কি জানি কি ভাবি,
না বলে না কোয়ে কারে নিস্তব্ধ নীরবে।
কোন্ দেশে? কোন্ দিক্ দিয়া বাহিরিলা
কোন্ বেশে? কার সনে, কিছু না দেখিনু।
ভীষণ ক্রন্দন রোল উঠিল চৌদিকে,
অশ্রুজলে ভেসে গেল রাজ পরিবার।
শ্বেত মুখে শ্বেত-হাসি চন্দ্রমার রেখা
কে যেন পুছিয়া দিল, এলো কালমেঘ
ভীষণ গর্জ্জন করি আঁধারিল চাঁদে।
শূন্য হৃদি শূন্য প্রাণ সব পড়ে র'লো;
এক শশী বিনে আঁধার হইল বিশ্ব,
কেহ নাহি দেখে কারে; নির্ব্বাণ প্রদীপ
উদ্গারিছে শোক-ধূম ধূমল আকাশে।

পক্ষিগণ ধায় বেগে অবশে কুলায়
নিজ নিজ প্রাণ লয়ে, ভাবিয়ে প্রলয়
না ডাকে না খোঁজে কিছু ভয়েতে বিহ্বল।
ধায় প্রভঞ্জন বলিতে এ কথা সবে
ভীম বেগে ভীম শোক হৃদয়ে ধরিয়া।
বাজে ঘণ্টা ভৈরব নিনাদে অকস্মাৎ
চারিদিকে লণ্ডন ব্যাপিয়া, উঠে নর
সুষুপ্তির ক্রোড়ে জাগি, বলে কি হইল
আজ, কেন বাজে ঘন ঘণ্টা ঘোর রবে
এ ঘোর নিশীথে ? কিম্বা এ স্বপন সম
অনুভব হয়! প্রত্যক্ষ শ্রবণে শুনি।
এই বলি উঠিল সকলে, ভেঙ্গে গেল
ঘুমঘোর, বিচারিয়া বুঝিল সবাই,
হলো বুঝি সর্ব্বনাশ, লণ্ডন-ঈশ্বর
গেলেন চলিয়া স্বর্গে কাঁদাইয়া সবে।
নারীগণ হাহাকার করি উঠে ত্বরা,
চায় শূন্যাকাশে শূন্যময় হেরে সব,
জিজ্ঞাসে শূন্যেরে কি হল কি হল বলি,
অন্ধকার শূন্য না দেয় উত্তর কিছু,—
ধাইছে নক্ষত্রপানে নীরব আঁধারে
মহাদ্রুত, কি জানি বলিতে মহাভাবে
মহাশোক মনে অনন্ত নক্ষত্র লোকে।
নাই চাঁদ আকাশে এখন, বৃন্ত ছিঁড়ে
কোথা পড়ে গেছে চাঁদ-ফুল, কোন্ দেশে,

অথবা সাগরে ডুবে গেছে, উঠিবে না
আর, না উঠিলে ইংলণ্ডের দিনমণি;—
অথবা সে শূন্য সিংহাসনে, না বসিলে
যুবরাজ, যুবরাজ পত্নীসহ পুনঃ
ত্বরায় তেমন করি, আর সেই চাঁদ
না উঠিবে আর লণ্ডন-গগণ-ভালে
সুশীতল কর লয়ে,— না উঠিলে রাণী
ধরণীর শোক-সজ্জা করি পরিহার।
যাও সব নর বৃন্দ! যাও গৃহে চলি,
উদিল তপন দেখ পূরব গগণে
শুষ্ক মুখে শুষ্ক দেহে, নীহারাশ্রু মাখি
আবরিয়া কৃষ্ণ-মেঘ-কৃষ্ণ-বেশ কায়ে;—
এখনি আসিবে হেথা ঊষার সহিত
দেখিতে কমল মুখ মুদিত নয়ন
অনন্ত কালের বক্ষে অনন্ত নিদ্রায়
শুয়ে আছে এই খানে জীবন-রহিত
ছিন্ন প্রায় শতদল কলিকার মত।
কাঁদিবে এখনি ঊষা, না পরিবে হার
কুসুম-ভূষণ যত বৃটন-উদ্যানে,
নাহি দিবে মধু ফুলে, ভ্রমরে না আজ
ডাকিবে হৃদয় খুলে, গুণ্ গুণ্ রবে
শুষ্ক মুখে চাহি রাজ-পরিবার পানে,
শুকাইবে সারাদিন তাদের সহিত
ভৃঙ্গ। যাও নরবৃন্দ! কাঁদিতে কাঁদিতে,

গিয়াছে রিউটার-দূত দ্রুতপদে শুনি,
বিষাদ-সংবাদ আজ বিলাইতে ত্বরা
পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে প্রতি ঘরে ঘরে।
এতক্ষণ পশিয়েছে সে শোক তরঙ্গ
ভীষণ উচ্ছ্বাসে, সাগরের এক পার
হতে অপর পারেতে গিয়া, শেল সম
বিঁধিছে সবার বুকে, প্রলয় তুফানে
যথা নাহি থাকে জ্ঞান, তেমতি সকলে
স্তম্ভিত হইয়া আছে রাজ-শোক শুনি।
ভারতের ঘরে ঘরে পরে কৃষ্ণ-বেশ,
কেশ নাহি বাঁধে নারী, আকুল কুন্তলে
ধাইছে বারতা দিতে পরস্পরে আহা
ভীষণ শোকের বার্ত্তা অন্য নারীদলে!
ঘাটে মাঠে সর্ব্ব স্থানে রটিছে এ কথা
কৃষ্ণ-চিহ্নে সুচিহ্নিত সংবাদ পত্রিকা।
বিদ্যালয় হতে ধাইছে বালকবৃন্দ,
নাহি জ্ঞান কোথায় কি রয়েছে তাদের
গ্রন্থ আর পরিচ্ছদ, কাঁদ কাঁদ মুখে
বলিছে মায়েরে গৃহে আসি তাড়াতাড়ি
"এডোয়ার্ড আর নাই" "আমাদের রাজা
স্বর্গধামে কল্য তিনি গিয়াছেন চলি,—
আসিয়াছে এই মহা শোকের সংবাদ;—
ঐ শোন মিনিট অন্তর দুর্গ মধ্যে
হইতেছে তোপধ্বনি জানাতে সবারে

রাজ মৃত্যু, রাজ বয়ঃক্রম সংখ্যা ধরি;
দেখে এনু উড়িছে নিশান সৌধাবলী
'পরে কত অর্দ্ধোম্মুক্ত হয়ে, সারি সারি
জাহাজে জাহাজে উড়িছে গঙ্গার ঘাটে।
আসিছে আফিস্ হতে ফিরিয়া সকলে,
অফিসার দল সব বিষণ্ণ বদনে
নিজ গৃহে, নিজ নিজ অদৃষ্ট ভাবিয়া;
শুনি এই সমাচার দারুণ সময়"।
শান্তির সংসার হলো আজ অন্ধকার!
শান্তি-সূর্য্য গেলা অস্তাচলে চলে,
পৃথিবীর রাজ-চক্রবর্ত্তী ভূতলেতে
পড়ি আজ, শোক বহ্নি ছুটিল চৌধারে।

মহাত্মার মহাপ্রস্থান।

যায় মহা আত্মা মহান্ মূরতি,
মহা শূন্যে মিশি, সবার অদৃশ্য
কেহ না রক্ষিতে পারে সেই গতি
দেবের অসাধ্য সে মহা রহস্য!

ভৌতিক সংসার ভৌতিক জগত,
অনিবার বিশ্বে ভূত লয়ে ঘোরে,
ভাঙ্গা গড়া নিত্য ভূতের আশ্রিত,
আসা যাওয়া মাত্র ক্রিয়া এ সংসারে



Wings its way through eternity
The one, that was the greatest soul ;
None has e'er this capacity
To let him way up to the goal.

Bench & Bar Diary Press, Calcutta.

সূক্ষ্ম পরমাণু সূক্ষ্ম পথে যায়,
অনন্ত আকাশে মিশে এক স্থানে,
নানাভাবে পুনঃ অনন্তে মিশায়,
সৃষ্টির সে গুহ্য কেহ নাহি জানে।

দূরাদূর কিছু নহে বিশ্বময়
আত্মার সম্পর্ক সর্ব্বত্র সমান,
মিশিলে তাহাতে সব এক হয়,
কর্ম্ম-বশে সব ব'সে নিজ স্থান।

আধার আধেয় ভেদ মাত্র দেখি,
স্থূলের সম্পর্ক বোঝা শুধু যায়;
স্থূলের বিকারে বদ্ধ থাকে আঁখি,
সে আঁখিতে পুনঃ আর কি মিশায়।

পঞ্চ ভূতে গড়া পঞ্চ ভূতে বেড়া,
পঞ্চ প্রাণ আছে দেহের ভিতর,
পঞ্চ স্থানে কার্য্য করিছে তাহারা
পঞ্চ মুখে ধ'রে বিষয়-নিকর।

পঞ্চ স্তম্ভে বেঁধে কালের বিধানে,
মনের অধীন চালাইছে নিত্য,—
খুলিছে পরিছে বিকার-বসনে
অদৃশ্যে রাখিয়া নির্ব্বিকার সত্য।

নির্ব্বিকার সত্য সেই মহা প্রাণ
মায়া-দেহ ছাড়ি মিশিছে আত্মায়,
কর্ম্ম-মুক্ত হয়ে হয় যদি ত্রাণ,
না আসে আর সে এ দেহ খাঁচায়।

দেহ-খাঁচা এই ভঙ্গুর অনিত্য,
নানারূপ ধরে বড়ই বিচিত্র,
নানা পাখী এতে নানা রূপে নিত্য
নানা গুণে এসে জানায় চরিত্র।

থাকে যত দিন মায়ার স্বকাশে,
কতই বাসনা জানায় মনেরে,
উড়ে গেলে পরে অনন্ত আকাশে,—
দেখা নাহি যায় আর সে পাখীরে!

রাজা প্রজা সব আসি এক ঘরে,
একই কক্ষেতে করে গিয়া বাস,
সংজ্ঞা মাত্র ভেদ দুদিনের তরে,
কর্ম্ম বশে সুখ দুঃখের প্রবাস।

কর্ত্তার মরণ হয় না সংসারে,
কর্ম্মেরই মরণ দেখি এ চোখেতে,
উলট পালট কর্ম্মের ভিতরে,
চর্ম্ম-চক্ষু ইহা পারে না বুঝিতে।

যে মহা প্রাণের হইল প্রস্থান,
যে মহা শরীর পড়িয়া রহিল,
অবশ্যই গেল যার যেই স্থান,
কেহ না বুঝিল কেহ না দেখিল!

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখি অন্ধকার,
ভাবিয়া আকুল হয়েছি সকলে,
শোক-সিন্ধু জাগে হৃদয়ে সবার,
কিন্তু তাঁর গতি অনন্তের কোলে।

অনন্ত-শকতি হৃদয় পাতিয়া,
লয়েছেন আজ সেই মহা প্রাণে,
অনন্ত ধামেতে গেছেন চলিয়া,
রেখেছেন তাঁরে পরম যতনে।

পুষ্প রথ ছিল তাঁহার কারণ
স্বর্গের প্রেরিত পরম সুন্দর,
কেহ না বুঝিল কৈল দরশন,
উঠিলেন তাহে রাজ রাজেশ্বর।

দিব্য-জ্যোতিঃ প্রাণ গেল দেব-রথে,-
জ্যোতির্ম্ময় সেই হ'লো মহারথ,
রাজকর্ম্ম মাত্র গেল তাঁর সাথে,
প্রাসাদে কেবল রৈল দেহ-রথ,

এই শূন্য রথে শূন্য প্রাণ লয়ে
শোকানল ঢেলে দিল সব প্রাণে,
দৃশ্য হেরি বিশ্ব কাঁদিলা সভয়ে,
ব্যাপিল চৌদিক মায়ার ক্রন্দনে।

মহামায়া রূপে কাঁদিলেন রাণী,
মহামায়া রূপে কাঁদিলা তনয়,
সহসা হইল শূন্যে দৈব-বাণী,
শুনিল সকলে হইয়া বিস্ময়!

কহিলা সে বাণী "নাহি কর ভয়,—
শান্ত হও সবে, পরম শান্তিতে
যাই আমি চলি পরম-আলয়,
আমার এ দৃষ্টি থাকিবে সবাতে

আশীর্ব্বাদ করি যুবরাজে লয়ে
যাও এবে ত্বরা সিংহাসন ঘরে,
বসাও তাঁহারে সকলে মিলিয়ে
মম সিংহাসনে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে"।

শুনিয়া এ বাণী অদৃশ্য আকাশে,
অশ্রুজল পুছি হইয়া স্তম্ভিত,
যুবরাজে লয়ে চলিলা স্ববশে,
রাজ পুরোহিতে বলিলা বিহিত !

তখনি বিষপ আসিলা সত্বরে
সহ পাত্র মিত্র সিংহাসন গৃহে,
বসাইলা তথা রাজ রাজেশ্বরে
রাজ সিংহাসনে যথা সমারোহে।

সবে নতজানু অবনত শির,
নব-রাজ্যেশ্বর-সম্মুখে বসিয়া
প্রার্থনা করিলা করি মন স্থির
রাজদম্পতিরে দিলা আশ্বাসিয়া।

বলিলা সকলে হবে না কাতর,
পিতৃ রাজ্য তব পিতৃ সিংহাসন
অদ্বিতীয় এই সংসার ভিতর,
কর সুখে থাকি শাসন পালন।

উত্তরে কহিলা নব নরপতি,
"বসিলাম আমি যাঁর সিংহাসনে,
তাঁরি পদ-চিহ্ন-চেয়ে মতি গতি
থাকিবে আমার শাসন পালনে''।

এই বলি তথা ক্ষণকাল তরে
সম্বরিলা শোক পাত্র মিত্র লয়ে,
বাজিল মঙ্গল-বাদ্য ঘরে ঘরে,
বরষিল পুষ্প ক্ষণিক সময়ে।

আবার সকলে বেষ্টি মহা-দেহ
বসিলা দুস্তর শোক-সিন্ধু পাশে,
দেখিয়া উঠিতে পারিল না কেহ,
উথলি উঠিল নিশ্বাস প্রশ্বাসে।

তৃতীয় সর্গ।

মহারাণী আলেক্‌জেন্দ্রার বিলাপ ও শূন্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা।

কি জানি কোথায় গেলা আর দেখিব না।
কি জানি কি ভাবে রবে আর বলিবে না॥
কি জানি দাঁড়াবে কোথা জিজ্ঞাসিবে কিবা।
কি জানি কাহার কাছে রবে রাত্রি দিবা॥
কোন্ সে অজ্ঞানা দেশে রবে প্রাণেশ্বর!
রাজ্যেশ্বর বলে কেবা করিবে আদর?
কাহার আতিথ্যে প্রাণ করিবে শীতল।
কে জানে আতিথ্য তব উপযুক্ত বল?
সংসারের আতিথ্যে কি পূরে নাই আশ।
স্বর্গের আতিথ্য নিতে করিলে প্রয়াস?

আমারে কেন না নিলে বল দয়াময়।
একাকী চলিয়া গেলে অমর আলয়॥
যতবার যত স্থানে গিয়াছ হে তুমি।
আমাকে লইয়া তুমি হতে সর্ব্বগামী॥
না গেলেও বলে যেতে যেখানে যাইতে।
এবার কি সে বাসনা হইলনা চিতে ?
একাকী লুকায়ে যেতে করেছিলা সাধ।
বলে ক'য়ে গেলে কি এ হ'তো পরমাদ ?
বলে ক'য়ে যেতে যদি দুদিন আগেতে।
আমি থাকিতাম সদা তোমার সাক্ষাতে॥
জুড়াতে তোমার প্রাণ যথামত করি।
করিতাম এই খানে চেষ্টা প্রাণ ভরি॥
রাখিতাম পাত্র মিত্রে সবে একস্থানে।
দেখিতে সাক্ষাতে তুমি আপন নয়নে॥
আমার মনের মত যাত্রার সময়।
হইত হে নিরূপণ সর্ব্বগুণালয়॥
জানিতাম এতদূরে যাবে যদি তুমি।
রাজ পারিষদ সব হ'তো অনুগামী॥
সৈন্যগণ সহ গিয়ে অগ্রে যুবরাজ।
তোমার যাবার পথে হ'তেন বিরাজ॥
একমাত্র ভ্রাতৃ তব ডিউক্ অব্ কনটে।
আসিবারে লিখিতাম তোমার নিকটে॥
জার্ম্মানিতে দ্রুতপদে যাইত রিউটার।
আসিত ভগিনী-পুত্র দেখিতে তোমার॥

কেহ না বিদেশে রৈত আপনার জন।
তোমায় আসিয়ে সবে করিত দর্শন॥
হায় হায়! যাবার আগে কিছু না বলিলে।
একাকী আসিয়া পুনঃ একাকী চলিলে॥
সর্ব্বনাশ হ'লো সেই শেষের ভ্রমণে।
সর্ব্বনাশ হ'লো সেই মেঘ গরজনে॥
সর্ব্বনেশে নাট্যালয়ে শেষে গিয়াছিলে।
গিয়ে যে আসিয়ে শু'লে, আর না উঠিলে॥
আর না বলিলে কথা গেল কণ্ঠস্বর।
কণ্ঠের চিকিৎসা আর পেলে না ডাক্তার॥
বিজ্ঞানের পরাভব দেখিনু এখানে।
কে বলে বিজ্ঞানী জ্ঞানী মানব বিধানে?
ইংলণ্ডে রয়েছে শক্তি বিস্তর বিস্তর।
কিছু নাহি প্রকাশিল তোমার ভিতর॥
হতাশ হইল প্রাণ তোমায় ভাবিয়া।
এখনো কেন যে দেহে রয়েছে জাগিয়া॥
কি সাধ এখন তার মম দেহে থাকা।
শূন্য দেহে শূন্য গৃহে বৃথা প্রাণ রাখা॥
প্রাণের আশ্রয় তুমি তুমি প্রাণময়।
তুমি ভিন্ন মম প্রাণ সদা নিরাশ্রয়॥
তুমি প্রাণতরু মম ছায়া আমি তব।
তরুহীন ছায়া কোথা হয় অনুভব॥
কি করিবে পাত্র মিত্র ধনজনে সুখী।
তুমি বিনা এ সংসার দুঃখময় দেখি॥

তুমি বিনা এই চক্ষু অন্ধকার দেখে।
তুমি না দাঁড়ালে কাছে শেল বিঁধে বুকে॥
তুমি যার পতিরূপে মস্তকের মণি।
কি ছার তাহার কাছে কহিনূর-মণি॥
তুমি যার কণ্ঠদেশে মুকুতার মালা।
তার কি শুক্তির ফলে শোভে নিজ গলা॥
তোমার গর্ব্বেতে কত গর্ব্ব ছিল মম।
তোমারি রূপেতে আমি রূপসী অসীম॥
এখন সে সব রূপ গেল যে চলিয়া।
তুমি যথা গেলে নিলে সকল কাড়িয়া॥
আর নাহি চাহি নাথ! অনিত্য সংসারে।
ভোগের বাসনা কিছু নাহি অতঃপরে॥
গেলে বেশ,—মনসুখে যাও ভাগ্যধর!
ভাগ্যধামে গিয়া সুখী হও অতঃপর॥
আমিও যেতেছি পাছে সুযোগ পাইলে।
মিশিতে তোমার সহ পুনঃ সেই স্থলে॥
মনে রেখো ভুলিও না অভিন্ন হৃদয়।
তোমার দোসর আমি লণ্ডন-আলয়॥
লণ্ডনের সুখৈশ্বর্য্য লণ্ডনে থাকিবে।
রাজার পরেতে রাজা আরও রাজা হবে॥
কালের পূরিবে আশ কালে কালে আসি।
কেহ না থাকিবে হেথা কভু উপবাসী॥
কিন্তু আমি চাহি না এ বিশ্ব-রাজ্য ভোগ।
যুবরাজ ভুঞ্জিবেন হইয়া নীরোগ॥



Summon'd she some at times to approach nigh
With that face wax on lap would set and sigh
Cluster of flow'rs at times the queen would get,
And place them on palms through pulsless lovely yet.

Bench & Bar Diary Press, Calcutta.

তোমার নিকট আমি যাইব সত্বর।
তুমি যথা আমি তথা না হই অন্তর" ॥
এই বলি বিলাপিয়া ইংলণ্ড-ঈশ্বরী।
রহিলেন বকিংহামে দেহ পার্শ্বে করি ॥
কখন বাহিরে যান কখন ভিতরে।
কিছু না জানেন তিনি কি বলেন কারে ॥
পাগলিনী প্রায় তিনি ঘুরিয়া বেড়ান।
থাকি থাকি শোক বেগে যেন মূর্চ্ছা যান ॥
কখন বা উচ্চৈস্বরে কখন নীরবে।
কাঁদিয়া আকুল হ'ন আপনার ভাবে ॥
কখন ডাকেন কারে বসিতে সম্মুখে।
কখন ক্রোড়েতে ল'ন সেই মৃত মুখে ॥
কখন কুসুম-গুচ্ছ লয়ে দুই করে।
মৃত করে দিয়ে যান ব্যাকুল অন্তরে ॥
সান্ত্বনা করিতে তাঁরে কেহ নাহি পারে।
তাঁহার অবস্থা দেখি পাষাণ বিদরে ॥
অনিবার সকলের চক্ষে আসে জল।
মুছিয়া না শেষ হয় ভাসে অনর্গল ॥
যুবরাজ আত্মহারা পাগলের মত।
বাহির আর ঘর তিনি করেন নিয়ত ॥
ধরাশায়ী মহাবাতে লতিকার মত।
পড়িয়া আছেন গৃহে রাজ-কন্যা যত ॥
কে কারে ধরিতে যায় কে কারে মুছায়।
কেহ বা করিতে স্থির পড়িছে ধরায় ॥

কাষ্ঠ-পুত্তলিকা মত দাঁড়াইয়া সবে।
বদনে না সরে বাণী কাঁদিছে নীরবে॥
কাহারো বা হলো তথা স্তম্ভিত চরণ।
অবশের মত যেন সর্ব্বাঙ্গে কম্পন॥
কেহ অশ্রু না মুছিতে অপরে মুছায়।
কেহ বা পলকহীন চেয়ে আছে হায়!
এই রূপ নানাস্থানে শোকের উচ্ছ্বাস।
উদ্বেলিত ঘন ঘন লইয়া নিশ্বাস॥
রাজা, রাজ-মাতার যে ভাব সেইখানে।
লেখনী অবশ হয় লিখিতে যতনে॥

সমাগত অন্যান্য মহাত্মাদিগের অশ্রুপাত।

উদিলা সহস্র আঁখি, কি যেন স্বপনে দেখি,
মুখ খুলি বলিতে না পারে।
যেন শূন্যে পথহারা, ছল ছল আঁখিতারা,
ধীরে ধীরে উঠিছে অম্বরে॥
আজ যেন প্রভাহীন, নবীন তপন ক্ষীণ,
ইংলণ্ডে না তাকাইতে চায়।
দেখি সব কৃষ্ণ-বাস, মনেতে উপজে ত্রাস,
কৃষ্ণ-মেঘে বদন লুকায়॥
ঊষার নয়নে ধারা, আলু থালু বেশ পরা,
কুসুম না ফুটিছে বদনে।
আসি দ্রুত লণ্ডনেতে, না পারে কোথাও যেতে,
বিহঙ্গের সাড়া নাহি শুনে॥

প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল, ভাবি মনে একি হ'ল,
মানবের মুখে নাই হাসি।
কেহ না উদ্যানে আসে, বসে আছে গৃহবাসে,
ফুল নাহি তুলিছে রূপসী॥
আনন্দের নাহি সাড়া, ঘণ্টাস্বরে দিক্‌হারা,
নীরব নিস্পন্দ সব নর।
নয়নে ঝরিছে জল, যেন কি গিয়েছে বল,
দেহ থেকে বিপুল অন্তর॥
আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে,
সমীর বহিছে ঘন ঘন।
পোত নাহি রাখা যায়, কম্পিত বারিধি কায়,
ধায় কূলে করিতে মগন॥
গিয়েছে রাজার প্রাণ, করি এই অনুমান,
জন-স্রোত চলে চারিদিকে।
বাল বৃদ্ধ যুবা সবে, ধাইছে বিষণ্ণভাবে,
যেন আজ ভুলি আপনাকে॥
পার্লিমেণ্ট্-মহাপ্রাণ, সভ্যগণ কত যান,
দেখিতে সে মহাপ্রাণ-দেহ।
এস্‌কুইথ্, বেল্‌ফোর, নোলিস্, হার্ডিঞ্জ, মেওর্,
কারহার্ডি, গ্লাড্‌ষ্টোন্ কেহ॥
রবার্টস্, গ্রে, কিচ্‌নার, চর্চ্চহীল, মেক্‌কেনার,
লান্সডাউন্, লরেন্স্, কুর্জ্জন।
ডিউক্ অব্ কাণ্টার্‌বারি, মর্লি, বয়সে ভারি,
আর আর আছে যত জন॥

নাহি কিছু দলাদলি, দুই দলে যান চলি,
বকিংহাম্ প্রাসাদ ভিতর।
দেখি মহারাজ-দেহ, অশ্রুজলে ভাসে দেহ,
শোকভরে বিদরে অন্তর॥
কারো মুখে শব্দ নাই, নিঃশব্দ ভুজঙ্গে চাই,
ক্ষণে ক্ষণে বহে দীর্ঘশ্বাস।
করেন সান্ত্বনা সবে, শান্তি বাক্যে ধীরভাবে,
সম্বরিতে নব-রাজ ত্রাস॥
যত সব রাজগণ, করে দেহ দরশন,
স্বদেশ বিদেশ সমাগত।
সকলেই শোকে মগ্ন, সবারি হৃদয় ভগ্ন,
সকলেই শির-অবনত॥
যুবরাজ ভগ্নস্বরে, কন্ সবে ধীরে ধীরে,
মহাদেহ উইণ্ড্সরে নিতে।
"যা হবার হয়ে গেল, এবে যাহা করা ভাল,
করা হোক্ যথা সুবিহিতে॥
যতেক রাজন্যগণ, করিবেন আগমন,
বহুজন দেখিতে আসিবে।
নগরের সুশৃঙ্খল, যাতে হয় সুমঙ্গল,
করুন সকলে মিলে এবে॥
দুঃখ যেন মনে কার, নাহি হয় একবার,
শেষ দেখা সবে যেন দেখে।
অনন্ত শয্যায় যাঁর, দেহ আছে নির্ব্বিকার,
সেই "ফটো" পায় যেন লোকে॥

আমরা লইয়া বুকে, যাব সেই দেহ সুখে,
কল্যাই সে উইণ্ড্সর ধামে।
এক প্রাণে এক মনে, থাকিব তাঁহার ধ্যানে,
যে অবধি দেহ থাকে ধামে॥
তৎপর শুক্রবার, গিয়ে ওয়েষ্ট্মিনিষ্টার,
সমাধির করিব বিধান।
প্রছেসন্ পরিপাটী, না হইবে কিছু ক্রুটি,
ঘাটি ঘাটি রবে শান্তি স্থান॥
আমার যে সব রাজ্য, আছে চারিদিকে ধার্য্য,
সাগরের মধ্যে কিম্বা পারে।
ইণ্ডিয়া, আফ্রিকা করি, ঠিক সেই দিন ধরি,
লোকে যেন শোক-চিহ্ন পরে”॥
এই কথা ব্যক্ত মাত্র, রিউটার্ যত্র তত্র,
দ্রুতগতি ধাইল তখন।
চৌদিকে সংবাদ দিল, যে জন যে ভাবে ছিল,
ভাবিল স্ব কর্ত্তব্য আপন॥
নিশান নামিল ত্বরা, ছাড়ি নিজ নিজ চূড়া,
করে সবে কৃষ্ণ আয়োজন।
বসিল ঘোষণা-সভা, রাজ-চক্রবর্ত্তী-প্রভা,
রাজ্যেশ্বরে করি আলিঙ্গন॥
হুকুম হইল এই, রাজ রাজ্যেশ্বরে যেই,
রাজভক্ত প্রজাগণ প্রতি।
সকলের শিরোধার্য্য, কৈল সেই মহাকার্য্য,
রাজ-অনুরাগে সবে মাতি॥

পার্লিমেণ্টর অকাল উদ্বোধন ও সেণ্ট্ জেম্‌সে পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা।

রাত্রি শেষে কাণ্টারবারি, যান চলি তাড়াতাড়ি,
পার্লিমেণ্টে নানাদল কাছে।
বলেন সকলে আসি, কর উদ্বোধন বসি,
যুবরাজে রাজ্যেশ্বর বেছে॥
মেওর্ উদ্‌যোগ ক্রমে, গিয়া সবে সেণ্ট্ জেমে,
স্থাপি তথা প্রিভি কাউন্‌সিল্।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি সবে, যুবরাজে লয়ে তবে,
শপথ করায়ে ত্বরা নিল॥
রাজবংশ-বিধিমতে, সিংহাসনে বিধিমতে,
বসিলেন ইংলণ্ড-ঈশ্বর।
কহিলেন "বংশোচিত, করিব রাজ্যের হিত,
শাসন পালন নিরন্তর॥
পিতৃ-পদ ধ্যান করি, যাইব সে পথ ধরি,
ধর্ম্ম রক্ষা হবে আমা হতে।
যথায় আমার রাজ্য, আছে বিশ্ব-সীমা ধার্য্য,
পালিব সে সব যথামতে॥
আমা হতে প্রজাগণ, হবে সুখী অনুক্ষণ,
মন্ত্রীগণে হব বশীভূত।
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল, রহিবে না কোন স্থল,
হবে নিত্য শান্তিতে চালিত"॥

এই বলি নরপতি, নাম নিলা প্রজাপতি,
মহামতি "জর্জ্জ দি পঞ্চম"।
সবে অবনত শিরে, সম্ভাষিলা রাজ্যেশ্বরে,
নত-জানু অতি অনুপম ॥
করিলা মন্ত্রণা সবে, অপরাহ্নে পুনঃ হবে,
পার্লিয়েণ্টে নব উদ্বোধন।
আসিবেন সভ্যদল, নানা দলপতি দল,
এইরূপ হবে সংঘটন ॥
তথায় প্রচার করি, রাজকীয় বেশ পরি,
রাজা রাণী হবেন গৃহীত।
বেষ্টি রাজ মন্ত্রিগণ, করিবেন সম্ভাষণ,
নানা দল হবে বশীভূত ॥
পরশিবে সবে তাঁরে, রাজভক্ত ভক্তি-করে,
নত জানু হবে দুই ধারে।
বলিবেন তিনি তথা, শাসনের গুহ্য কথা,
শান্তি হেতু ধর্ম্ম সাক্ষী করে ॥
ধর্ম্ম-গুরু সুনায়ক, রাজ-ধর্ম্ম প্রচারক,
ধর্ম্ম চিহ্ন করিয়ে ধারণ।
লয়ে মহা উপহার, বাইবেল গ্রন্থ সার,
করিবেন রাজায় অর্পণ ॥
রাজা তাহা স্পর্শ ক'রে, কহিবেন শান্তস্বরে,
রাজার কর্ত্তব্য যাহা কিছু।
সকলে আনন্দ মনে, দাঁড়াইবে সেইখানে,
পদোচিত মাথা করি নীচু ॥

রাজ-গুরু মহাশয়, মহানন্দে সে সময়,
সকলের সম্মতি লইয়া।
দিবেন মুকুট শিরে, দুই শির শোভা করে,
দেখিবেন সকলে চাহিয়া॥
দেখিবে অদৃশ্য পথে, পিতৃ-আত্মা মহারথে,
আর সব দেবগণ সঙ্গে।
দেখিবে উজ্জ্বল মুখে, চন্দ্র সূর্য্য মহাসুখে,
নামি আসি কিরণ প্রসঙ্গে॥
অনিল করিয়ে স্পর্শ, হইবেন মহা হর্ষ,
দেখিবেন চারিদিকে ঘুরি।
নিশ্বাসে প্রবেশ করি, সবার হৃদয়ে বেড়ি,
যাইবেন কত মনে করি॥
সাগর উছলি আসি, রাজকুল-কূলে মিশি,
দেখিবারে করিবে গর্জ্জন।
নাচিবে যতেক পোত, বক্ষে ল'য়ে প্রেম-স্রোত,
প্রাণভ'রে করিবে দর্শন॥
ভারতের হিমগিরি, দেখিবে পশ্চিমে ফিরি,
উচ্চশিরে চাহিয়া অমনি।
জাপান তুফান বুকে, মার্কিন দুর্ব্বিণ চোখে,
দেখিবে সে শোভা অনুমানি॥
মিসর উঠি পিরামিডে, দেখিবেন অকপটে,
জার্ম্মাণি, ইটালি, ফরাসি।
রুস্ সুনজরে বসি, দেখিবেন আধহাসি,
পারস্য, আফ্‌গান্ হেথা আসি॥

উঠিয়ে দেয়ালে চীন, দেখিবে এ শুভ দিন,
দূরে থেকে ঝুলাইয়ে বেণী।
সুইডেন্, ডেনমার্ক, অষ্ট্রীয়া, প্রাসিয়া, টার্ক,
দেখে সুখী হবেন আপনি॥
এইরূপ দেখি সবে, যাইবেন মিত্র ভাবে,
অবশেষে হলে নিমন্ত্রণ।
আসিবেন অভিষেকে, যথাকালে এইদিকে,
লেহ্য, পেয়, করিতে ভোজন॥
ভোজনে হইবে তৃপ্ত, যত সব মহাতৃপ্ত,
মহাযোগে একত্রে বসিয়া।
পঞ্চম জর্জ্জের জয়, ঘোষিবেক বিশ্বময়,
হবে সুখী ভারত শুনিয়া॥

সকলের নতজানু প্রার্থনা।

ভোজন আলয়ে সব নর নারী গিয়ে।
বসিলা সকলে মিলি অবনত হয়ে॥
শূন্য পদ শূন্য শির যেন শূন্য প্রাণ।
চাহিলা ঈশ্বর কাছে মহা পরিত্রাণ॥
বলিলা বিনম্র ভাবে ওহে বিশ্বপতি।
তুমি এ বিশ্বের প্রাণ অগতির গতি॥
তুমি মনোময়, প্রাণময়, দেহময়।
তোমার আশ্রয় নিলে জীব মুক্ত হয়॥

শোকের সান্ত্বনা হয় তব কাছে এলে।
দুঃখ হয় অবসান তোমায় ডাকিলে ॥
প্রেমের বারিধি তুমি শান্তির আলয়।
রাজা প্রজা তব কাছে প্রেম শান্তি লয় ॥
মহাভয়ে মহাপ্রভু কর পরিত্রাণ।
তোমাকে ছাড়িয়া আর নাহি কোন স্থান ॥
জ্ঞানের বিধাতা তুমি অনন্ত জগতে।
অনন্ত শকতি তব কে পারে বুঝিতে ॥
নির্ব্বিকার নিরাকার নিরমল ধন।
কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু কর বিতরণ ॥
পুণ্যময় স্বর্গরাজ্য তোমারি নিকটে।
কর্ম্ম গুণে তথা লোক যায় অকপটে ॥
তোমার চরণ ধরি হয় প্রাণী ত্রাণ।
তুমি দেখাইয়া দাও স্বর্গের সোপান ॥
তোমায় ভুলিয়া যারা থাকে এ সংসারে।
পরিণামে পরকালে নরকেতে চরে ॥
অনন্ত মহিমা তব অনন্ত শকতি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তব অনন্ত মূরতি ॥
কালের বিশাল বক্ষে তুমি বিশ্বরূপ।
কে বোঝে হে এ সংসারে তোমার স্বরূপ।
সর্ব্বগুণাতীত তুমি সকলের সার।
সর্ব্ব ঘটে স্থির তুমি আছ অনিবার ॥
তুমি হে পরম দেব পরমার্থ ধন।
অনন্ত মঙ্গলময় মঙ্গল কারণ ॥

রাজ্যের বিভূতি তুমি মহান্ শকতি।
তুমি সর্ব্বকার্য্য'পরে দাও মতি গতি॥
ক্ষণেক বিভূতি ছাড়া হই যদি তব।
কিছু নাহি রক্ষা হয় বিশ্বের বিভব॥
আমরা হে তব দ্বারে আজ সুধাময়!
এসেছি তোমার কাছে এই অসময়॥
মহাশোকে মগ্ন আজ ইংলণ্ড-ভবন।
শোকের সাগরে বিশ্ব হয়েছে মগন॥
বলিতে সে শোক কথা অবশ রসনা।
কাঁপে এই কলেবর অসহ্য বেদনা॥
তুমি শান্তি দাও সবে দাও হৃদে বল।
উঠিয়া দাঁড়াই মোরা হই সুশীতল॥
কর রাজপরিবারে শান্তি বরষণ।
শোকের শয্যায় সবে আছেন শয়ন॥
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা কারো মনের আনন্দ।
শূন্য হিয়া সবাকার ভাসে নিরানন্দ॥
তুমি সেই সুকোমল প্রাণে সবে এসে।
মধুর সান্ত্বনা দাও ও পদ পরশে॥
পূর্ণ কর নবশক্তি নব সিংহাসনে।
বসাও বিশাল হৃদে আবার দু'জনে॥
শোক তাপ দূরে যাক্ রাজ্যের আপদ।
আবার সকলে মোরা হই নিরাপদ॥
শান্তিময়! শান্তিধামে লও সেই আত্মা।
যিনি একদিন ভবে ছিলেন মহাত্মা॥

যাঁর শোকে বিশ্ব আজ কৃষ্ণ চিহ্ন ধরে।
সেই শোকচিহ্ন হর তুমি দয়া ক'রে ॥
ভুলি সব শোক তাপ নবরাজ্য লয়ে।
হই উল্লসিত সবে তোমারে চাহিয়ে ॥
এই বলি সবে মিলে প্রার্থনা করিয়ে।
বিশপের উপদেশ শ্রবণে শুনিয়ে ॥
বাহিরিলা সবে মিলে সজল নয়নে।
গেলা নিজ নিজ স্থানে যেই যার যানে ॥
বাজিল বিশাল ঘণ্টা মন্দিরে মন্দিরে।
উঠিল অম্বর ভেদি সেই ধ্বনি ফিরে ॥
জয় রাজ্যেশ্বর জয় গাইল আকাশে।
ইংলণ্ড আবার শুনি জাগিল উল্লাসে ॥

বিশাল রাজপরিবারে ভীষণ শোকচিহ্ন ও ইংলণ্ডের দৃশ্য।

একি ঘোর অন্ধকার ইংলণ্ড যুড়িয়া।
কিছু নাহি দৃশ্য হয় ভয়ে কাঁপে হিয়া ॥
পথে নাহি জ্বলে আলো পথিক আকুল।
নাহি ফোটে অন্ধকারে বাগানের ফুল ॥
পাখীগণ নীড় ছেড়ে নাহি তোলে শির।
কেবল পেচক ডাকে হইয়ে অধীর ॥
আকাশের নীলগায়ে কোটী কোটী তারা।
যেন কি দেখিয়ে তারা হলো আত্মহারা ॥

না নড়ে না চড়ে কেহ ছল ছল আঁখি।
যেন কি শোকেতে মগ্ন ধরায় নিরখি॥
নাহি দোলে তরুডাল সমীরণ ভরে।
নীরব নিস্তব্ধ যেন বৃক্ষ পত্র ঝরে॥
শুনিলে পতিত-পত্র পতনের ধ্বনি,
মেদিনী স্তম্ভিত যেন নাহি সরে বাণী॥
কৃষাণ আকুল প্রাণ মাঠে নাহি যায়।
পশুগণ যত্ন-লব্ধ তৃণ নাহি খায়॥
ঘরে ঘরে করে লোকে বিষম ক্রন্দন।
নিশ্বাসের উষ্ণ বায়ু বহে ঘন ঘন॥
যে ভাবে যে জেগেছিল সেই ভাবে রয়।
যথা তথা রুদ্ধ দ্বার দেখে হয় ভয়॥
রাজদ্বারে এ নিবিড় অন্ধকারে সবে।
ধায় মহা জনস্রোত কেবল নীরবে॥
চারিদিকে ঘণ্টাধ্বনি জাগাতে সকলে।
শোকের স্বপন যেন উচ্চ কণ্ঠে বলে॥
তাহা ভাবি বিশ্বব্যাপী উঠিল বিলাপ।
প্রবেশিল হৃদে হৃদে শোকের সন্তাপ॥
বিলাপিয়া মহারাণী পড়েন ভূতলে।
ধরাধরি করি তাঁরে পাত্র মিত্র তোলে॥
যুবরাজ রাজ-গৃহে কাঁদিয়ে আকুল।
তাঁহাকে সান্ত্বনা করে রাজ মন্ত্রীকুল॥
মেরির নয়ন বারি ঝরে দর দর।
ধবল শেখরে যেন তুষার নির্ঝর॥

ডিউক্ ফাইপ্ আর ডাচেস্ ফাইপ্।
ইঁহাদের দেহে যেন নাহিক লাইফ্ ॥
প্রিন্‌সেস্ ভিক্‌টোরিয়া কাঁদিয়া আকুল।
যেন কেঁদে সৌদামিনী ভিজায় দুকুল ॥
নরওয়ের রাণী আসি আকুল কুন্তলে।
ভাসিলা নয়ন জলে কি হইল বলে ॥
লুইস্ ননির দেহ ভাসাইয়া জলে।
বলে পুণ্যময় পিতা কোথা ছেড়ে গেলে ॥
বিষাদে ডিউক্ আর ডাচেস্ এল্‌বাণি।
কাঁদিয়া আকুল যেন মণি হারা ফণী ॥
কর্ণওয়াল্ কনট্ আদি যে যেখানে ছিলা।
ভীষণ সংবাদ শুনে সবাই কাঁদিলা ॥
সকলেই এক প্রাণ নহে ভিন্ন মন।
রাজ শোকে হইলেন সন্তপ্ত এখন ॥
কে হেন মহৎ প্রাণে করিবে সান্ত্বনা।
ভাবিয়া আকুল সবে বিষম ভাবনা ॥
বসিয়া শিয়রে আর্চ্চি বিষপ্ সুধন্য।
করেন প্রার্থনা তথা সান্ত্বনার জন্য ॥
স্যার ফ্রান্‌সিস্ লেকিং আর স্যার জন্ রিড্।
সান্ত্বনা করেন সবে যেন কি সুহৃদ্ ॥
ডগ্‌লাস্ পাওয়েল্ আর ডসন্, টম্‌সন্।
বলিলেন যা হবার হইল এখন ॥
শান্তি মুখে শান্ত বুকে অধৈর্য্য না হয়ে।
উঠুন্ বারেক সবে দেহে বল লয়ে ॥

সময় উচিত কার্য্য যে সব বিহিত।
আছে কুল-পরম্পরা সহ রাজ হিত ॥
করুন সে সব কার্য্য উঠিয়ে ত্বরায়।
তোমাদের শান্তে শান্তি লভুক ধরায় ॥
এই বলি রাজকুলে করিয়ে সান্ত্বনা।
শেষের কর্ত্তব্য চিন্তা করিলা ধারণা ॥
ঘুচিল সে অন্ধকার মহা ভয়ঙ্কর।
জাগিল কুলায় পাখী লয়ে উচ্চৈস্বর ॥
খুলিলা গৃহস্থ আসি গৃহের কপাট।
ধূলি ধূসরিত কেশে ইংলণ্ড বিরাট ॥
জাগিলা চৈতন্য লয়ে সুষুপ্তির ঘোরে।
শোকের প্রকোষ্ট হতে উঠিলা সত্বরে ॥
বহিল শীতল বায়ু রাজ সৌধ'পরে।
সুশীতল করিবারে রাজ পরিবারে ॥
উঠিল তপন ধরি পুরুষ আকার।
ইংলণ্ডের পূর্ব্বদিকে ঘুচিল আঁধার ॥
ফুটিল উদ্যানে কলি দেখি সে উত্থান।
রাজগৃহ পানে চেয়ে জুড়াইল প্রাণ ॥
থামিল সমুদ্র বক্ষে পোতের উদ্বেগ।
জলধি হইলা স্থির ছাড়ি শোক বেগ ॥
এইরূপ ইংলণ্ডেতে ক্ষণেকের তরে।
ধরিলা গম্ভীর মূর্ত্তি প্রকৃতি অন্তরে ॥

চতুর্থ সর্গ।

বিশ্বব্যাপী শোকান্দোলন।

বহু আত্মা স্বর্গে যায় বহু দেশ হতে।
বহু মহাত্মার গতি হয় বহু পথে॥
বহু ইন্দ্র চন্দ্র পাত হয় কর্ণে শুনি!
বহু স্থানে হয় মহাপ্রস্থান আপনি॥
সম্মুখ সমরে পড়ি ধরণীর কোলে।
কত কত মহা আত্মা যান স্বর্গে চ'লে॥
বিশ্বব্যাপী শোক তাহে কভু নাহি আসে।
বিশ্ব লোক-স্রোতে হেন কভু নাহি ভাসে।
কিন্তু আজ বিশ্বে এক প্রাণের কারণ।
হাহাকার সমস্বরে করে সর্ব্বজন॥
অবশ্যই বিধাতার প্রিয় পুত্র ইনি।
ছাড়িয়া গেলেন চলে কাঁদে সব প্রাণী॥
করেছেন কত কার্য্য বিশ্বের কারণ।
তাই তাঁর অভাবেতে কাঁদে বিশ্বজন॥
থাকিলে এ মহাপ্রাণ আরও কিনা হ'ত।
কত স্থানে কত রূপে জীবন বাঁচিত॥
কত কীর্ত্তি কত যশ হইত এ লোকে।
তাই বুঝি কাঁদে লোক তাঁর পরলোকে॥
কিন্তু কি কাঁদিয়া ফল জল-বিম্ব প্রায়।
যে বিন্দু মিশায় আর উঠে নাহি তায়॥

চলিছে জীবন-স্রোত মহাভূত-যোগে।
কে তারে রোধিতে পারে অনিত্য সংযোগে ?
কে এমন মহাপ্রাণ আছে নাহি জানি।
মহাপ্রাণে মহাদানে শান্তি দেয় আনি ॥
আজ যে প্রাণের জন্য উগারে অনল।
হৃদে হৃদে, কে সেখানে ঢালে শান্তি জল ॥
কে তার প্রবলোচ্ছ্বাস পারে নিবারিতে।
দগ্ধ করে সর্ব্ব স্থান সমান অগ্নিতে ॥
শোক চিহ্ন ধরিয়া কি শোকানল যায়।
বোঝে না মানুষ মন বাহ্য শান্তি চায় ॥
দেশে দেশে এইরূপ বাহ্য শান্তি লয়ে।
প্রকাশিছে শোক কথা আলয়ে আলয়ে ॥
কিন্তু ভারতের শোক অন্তর ভেদিয়া।
প্রবেশিছে সর্ব্বোপরি অদৃশ্যে থাকিয়া ॥
ভারত ভক্তির দেশ ভক্তি প্রাণভরা।
পাষাণ হইতে শক্তি লাভ করে ধরা ॥
বাঁধা রাখে নিজ প্রাণ রাজ-শক্তি মূলে।
কাঁদিয়া আকুল হয় রাজ অমঙ্গলে ॥
সে কান্না প্রবেশে নাহি নিশানে বসনে।
সে কান্নায় দগ্ধ করে হৃদয় গোপনে ॥
অনিবার শোক-বেগে জলধারা বয়।
প্রকাশিতে নাহি পারে এমনি হৃদয় ॥
হায় ! আজ অসহায়া ভারত জননী।
সম্রাট অভাবে তিনি কেঁদে পাগলিনী ॥

রিউটারে ডাকিয়ে নিত্য বলেন কি হলো।
দেখ স্থানে স্থানে মম কি দশা ঘটিল !
কেহ যায় পীণ্ড লয়ে পিতৃহীন ভাবি।
কেহ গৃহে বসে কাঁদে লয়ে শোকছবি ॥
কেহ নগ্ন পদে আছে ভাবি গুরুদশা।
কেহ বা হবিষ্যি সেবি ভাসায় মালসা ॥
স্থানে স্থানে ক্লাবে ক্লাবে হয়ে সম্মিলন।
জানায় শোকের সঙ্গে মনের বেদন ॥
অকাতরে অর্থ ব্যয় করে ভক্ত যারা।
দরিদ্র ভোজন দেয় হয়ে আত্মহারা ॥
ভারতের ঘরে ঘরে শোকের উচ্ছ্বাস।
বহে প্রতি দেহে দেহে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ॥
হিমালয় হতে শেষ কুমারিকাবধি।
উথলিছে দুর্নিবার শোকের বারিধি ॥
কোথাও উৎসব হাস্য গীত বাদ্য নাই।
সবারি মলিন মুখ দেখিবারে পাই ॥
ভুলেছে আপন কর্ম্ম যে যথায় আছে।
কেবল শোকের কথা লিখিছে পড়িছে ॥
কেবল ভারত নহে পৃথিবী ব্যাপিয়া।
এই শোকানল চলে সর্ব্ব দেশ দিয়া ॥
জাপান, তাতার, রুশ, চীন, মার্কিনে।
পারস্য, আফ্‌গান আর তুরস্কের প্রাণে ॥
লেগেছে বিষম শোক-শেলের আঘাত।
ডেনমার্ক, জার্ম্মানির যেন বজ্রাঘাত ॥



The Prince conveyed to Windsor his cousin great.

Bench & Bar Diary Press, Calcutta.

কানাডায়, আফ্রিকায় যেন কি ভীষণ।
হয়েছে অভাব তার নাহি নিরূপণ ॥
সুইডেন্, ইটালি, ফ্রান্স্, প্রুস্, নরওয়েতে।
যেন কি বন্ধুত্ব শোক না পারে ভুলিতে ॥
এইরূপ সর্ব্বব্যাপী শোক-সমুচ্ছ্বাসে।
সকলেই মর্ম্মাহত অশ্রুজলে ভাসে ॥

জার্ম্মান সম্রাট কাইসারের ইংলণ্ডে আগমন ও ভূপতিত রাজদেহ দর্শনে বিশেষ শোক প্রকাশ।

কাইসার্ বাষ্পীয় রথে, আসিলেন ইংলণ্ডেতে,
দ্রুতগতি মাতুলে দেখিতে।
সঙ্গে পাত্র মিত্রগণ, শোকে মগ্ন অনুক্ষণ,
উপবিষ্ট তাঁহার পার্শ্বেতে ॥
দুই চক্ষে ঝরে জল, হৃদে জ্বলে শোকানল,
জাগে সদা লণ্ডনের রূপ।
থাকি থাকি মনে পড়ে, যেন সে ইংলণ্ডেশ্বরে,
তাঁর গুণ তাঁহার স্বরূপ ॥
যুবরাজ ব্যস্ত মনে, যান চলি ষ্টেশনে,
আহ্বানিয়া আনিতে তাঁহারে।
দেখা হ'ল দুইজনে, যেন কি বাধিল প্রাণে,
কথা না ফুটিল পরস্পরে ॥

নীরবে মর্দ্দিয়ে কর, যেন লয়ে তপ্ত কর,
উইণ্ড্‌সরে করিলা প্রবেশ।
মাতুল মধ্যাহ্নরবি, ধরায় পতিত ভাবি,
কাঁদিতে লাগিলা সবিশেষ॥
কাইসারের ভাব হেরি, আবার চৌদিক বেড়ি,
শোকানল হলো প্রজ্জলিত।
সকলেই সেইখানে, চেয়ে রৈলা মুখপানে,
ধৈর্য্য-পাশে বাঁধি নিজ চিত॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী, ধরি কাইসারের পাণি,
বলিতে লাগিলা পূর্ব্ব কথা।
"কে জানিত অকস্মাৎ, ঘটিবে এ পরমাদ,
সামান্য কারণে হেন তথা॥
স্বাভাবিক স্বাস্থ্য তাঁর, ছিল জানা অনিবার,
নির্ব্বিকার নিরাময় যুত।
প্রবল শীতল যোগ, কেবল আনিল রোগ,
তাঁর দেহ-স্বাস্থ্য কৈল চ্যুত॥
দেখিতে দেখিতে ত্বরা, কফ এল বুকভরা,
শ্বাস কাস হলো ভয়ঙ্কর।
ডাক্তার পরাস্ত হলো, চিকিৎসার আশা গেল,
অচেতন হৈলা অতঃপর॥
কথা না সরিল আর, ব্যথা না বুঝিনু তাঁর,
নিমিলিত হলো দুনয়ন।
বিশপ্ কাণ্টারবারি, বিষম সময় হেরি,
শেষ কার্য্যে করিলা যতন॥

দেখিতে দেখিতে হায়, লণ্ডন-পঙ্কজ-কায়,
প্রাণহীন হৈলা আচম্বিতে।
উদ্বেলিল শোক-সিন্ধু, ভাসাইল অশ্রু-বিন্দু,
চোখে চোখে শোকে অলক্ষেতে॥
শুনি মৃত্যু বিবরণ, কাঁদিয়ে কাইসার কন্,
মৃত্যু নহে স্বর্গের আহ্বান।
আশা নাহি ছিল শেষে, স্বয়ং ঈশ্বর এসে,
নিলেন সে অমূল্য রতন॥
দুঃখ রৈল এই মনে, আর না আমার সনে,
দেখা হলো পুনর্ব্বার তাঁর।
এখন এ দেহ দেখে, শেল সম বাজে বুকে,
পিতৃ শোক হতে দুর্নিবার॥

অপরাপর রাজন্যগণের ইংলণ্ডাগমন।

দেখিতে ইংলণ্ডশ্বরে অতি ব্যস্ত মন।
চারিদিক হতে সব এল রাজগণ॥
দেখিতে তাঁদের মুখ লোক নাহি ধরে।
আছে দাঁড়াইয়া সবে কাতারে কাতারে॥
কেহ বা রাস্তায় কেহ ছাদের উপর।
কেহ গবাক্ষের দ্বারে আছে নিরন্তর॥
ষ্টেসনে সজ্জিত গাড়ী আছে দাঁড়াইয়া।
সম্ভাষিতে কত লোক রয়েছে বসিয়া॥

সকলেই কৃষ্ণ বেশ শোক চিহ্ন ধরে।
গাড়ী ঘোড়া কৃষ্ণ বর্ণ শোক সজ্জা পরে॥
রাজা রাণী অতি ব্যস্ত সকল সময়।
আহ্বানিতে সেই সবে আপন আলয়॥
শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণ আছে দাঁড়াইয়া।
পুলিশ দিতেছে চৌকী অশ্বে আরোহিয়া॥
গুরুম্ গুরুম্ তোপ দাগিছে কেল্লায়।
যাহার যেমন মান্য শুনিয়া মেলায়॥
সঙ্গে লয়ে পাত্র মিত্র রাজশ্রী সকল।
ছুটিছেন উইণ্ড্‌সরে যেন স্রোত জল॥
অশ্বারোহী অশ্বে যায় পদে পদাতিক।
বডি-গার্ড তাঁহাদের যাঁর যেই ঠিক॥
সবারি মলিন মুখ করেতে রুমাল।
ছল্ ছল্ আঁখি লয়ে যত মহীপাল॥
প্রবেশিছে শূন্য শিরে প্রাসাদ ভিতর।
সেক্‌হ্যাণ্ড্ করিছে সবে বিষণ্ণ অন্তর॥
তাঁহাদের নাম ধাম লেখা নাহি যায়।
অশেষ বিশেষ কত না আসে সংখ্যায়॥
তারমধ্যে খ্যাত যাঁরা দেখিনু মুকুটে।
প্রকাশি তাঁদের নাম আজ মুখ ফুটে॥
কাইসারের কথা পূর্ব্বে করেছি প্রকাশ।
দেখিলাম হেন্‌রি প্রিন্‌সে তাঁহার সকাশ॥
কিং ম্যানুয়েল্ আর রাণী এমিলিয়া।
আছেন বসিয়া যেন বিষণ্ণ হইয়া॥

দাঁড়াইয়া কার্ডিল্যাণ্ড্ বুল্‌গেরিয়া রাজ।
ভাবিছেন কোন্ প্রাণে দেখি তাঁরে আজ॥
রুমেলিয়া, সারভিয়া, মোণ্টে নিগ্রো হ'তে।
এসেছেন রাজপুত্রত্রয় সেখানেতে॥
রাজপুত্র সুইডেন্, লিউপোল্ড্ ফিলিপে।
দেখিলাম দেখিতে সে নির্ব্বাণ প্রদীপে॥
সেক্‌সোবার্গ, সাক্সনি প্রিন্স্ বেবেরিয়া।
দেখিলাম রয়েছেন একান্তে বসিয়া॥
তার পার্শ্বে চীন, টারকী, সিয়াম্ জাপান।
প্রিন্স্ এল্‌বার্ট গ্রাণ্ড্ ডিউক্ প্রধান॥
বসিয়া রুমাল দিয়া মুছিছেন আঁখি।
শোকে দুঃখে নিমগন কেহ নাহে সুখী॥
এস্‌কুইথ্ মহাশয় পরিবার সহ।
রয়েছেন বেষ্টিয়া সে মহারাজ দেহ॥
সে দেহ অবস্থা যত রাজপুত্রগণে।
বুঝাইয়া দিতেছেন একে একে এনে॥
কেহ মূর্চ্ছা যান শুনে কেহ মগ্ন শোকে।
সম্রাট্ সকলে ধরে লন অন্যদিকে॥
রাজাতিথ্যে রাজরাণী ব্যস্ত অতিশয়।
দেখিতে শুনিতে কিছু না পান সময়॥
সবারি মুখেতে মৃত রাজার কাহিনী।
কেবল জাগিয়া আছে অন্য নাহি শুনি॥
সমাধির সজ্জা করে সবে সব স্থানে।
যাহার যেরূপ সাধ্য হৃদয়ের টানে॥

এসেছে অগণ্য লোক বহুদূর হতে।
দেখিতে ইংলণ্ডেশ্বরে বারেক চক্ষেতে ॥
কি ভাবে কোথায় কেবা রয়েছে না জানি।
কিরূপে দেখিবে তাঁকে ভাবিছে আপনি ॥
শান্তিরক্ষা বন্দোবস্ত হয়েছে উত্তম।
যেখানেতে আবশ্যক যেরূপ নিয়ম ॥
রাজ সমাধির তরে রাজ্য নহে স্থির।
পুলিশ সৈনিকদলে পড়িয়াছে ভিড় ॥
কোথায় দাঁড়াবে সব দর্শকের দল।
এই কথাবার্ত্তা মুখে আছে সর্ব্বস্থল ॥
কেহ পূর্ব্ব হতে কেনে বসিবার স্থান।
কেহ করি বেড়াইছে আসন সন্ধান ॥
প্রছেসন্ বন্দোবস্ত ম্যেয়রের মতে।
হইয়াছে ঠিক সব যে যার পরেতে ॥
কফিনের সঙ্গে কেবা যাইবে তখন।
কে যাইবে আগে পাছে রাজপুত্রগণ ॥
কে যাইবে পদব্রজে কে যাবে গাড়ীতে।
কে যাবে সবার শেষে সবার অগ্রেতে ॥
সকলি হয়েছে স্থির কিছু নহে বাকী।
কেবল কনট্ আসি দেখিবার বাকী ॥

ডিউক্ অব্ কনটের ভ্রাতৃশোক।

ডিউক্ আকুল হয়ে, আসিলা ডাচেজে লয়ে,
মৃতপ্রায় ইংলণ্ডের বক্ষে।
ভ্রাতৃশোকে মহাধীর, হয়েছেন যে অস্থির,
দেখা নাহি যায় তা এ চক্ষে॥
পাগলের প্রায় তিনি, যেন মণিহারা ফণী,
উইণ্ড্সরে করিলা প্রবেশ।
দেখি চিরনিদ্রা ক্রোড়ে, রাজমুখ আছে প'ড়ে,
বিলাপিলা অশেষ বিশেষ॥
তাঁদের বিলাপ দেখি, পুনঃ সব ঝরে আঁখি,
কেহ না থাকিতে পারে স্থির।
শোকের উপরে শোক, প্রবেশিল মহাশোক,
চতুর্দ্দিক হইল অস্থির॥
বলেন কনট্ রায়, কেন আমি গেনু হায়,
এ সময়ে সুইজ ক্যানালে।
যদি বুঝিতাম কিছু, এ সংবাদ পাব পিছু,
তবে কি যেতেম সেই খালে॥
সে খাল হইল কাল, মোর পক্ষে মহাকাল,
ভ্রাতায় না দেখিবারে দিল।
ছিলাম দুইটী ভাই, প্রাণে প্রাণে এক ঠাঁই,
তাও আজ বিধি ভেঙ্গে নিল॥

আজ আমি এক প্রাণ, কেন করি অবস্থান,
কোন্ প্রাণে দেখি সব মুখ।
কি দিয়া সান্ত্বনা করি, মুছাই নয়নবারি,
কোন্ করে ধরি কোন্ মুখ॥
বিষাদিনী মহারাণী, বুঝিবার নন তিনি,
কি বলিয়া তাঁহারে বুঝাই।
যুবরাজ রাজ্যেশ্বরে, কি বলি প্রবোধি তাঁরে,
কোন্ প্রাণে তাঁর পানে চাই॥
রাজবধু রাজঘরে, কে কোথায় আছে প'ড়ে,
কি বলিয়া তাঁদের উঠাব।
প্রবোধ কে মানে বল, জ্বলিছে যে শোকানল,
হায়! আমি কি দিয়ে নিভাব॥
উঠ উঠ রাজ্যেশ্বর, দাও মম করে কর,
উঠ উঠ আর ঘুমায়োনা।
দেখ একবার চেয়ে, তোমার দুর্ভাগ্য ভা'য়ে,
ভুলেছ কি? আর ভুলিয়োনা॥
লয়ে যাও সঙ্গে ক'রে, যাই তব পদ ধ'রে,
তুমি গেলে কি কাজ এখানে।
করি তব প্রিয় কার্য্য, যেখানে যা কর ধার্য্য,
তুমি গেলে রব কোন্ প্রাণে॥
এইরূপে বিলাপিয়া, ডিউক্ কনট্ গিয়া,
মূর্চ্ছাপন্ন হলেন তথায়।
সকলে ধরিয়া তোলে, লয়ে যায় অন্যস্থলে,
নানারূপ সান্ত্বনা করায়॥

যান সব রাজগণ, করিবারে দরশন,
আস্তেব্যস্তে ডিউকের পাশে।
করিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড্ সবে, বলে নিজ নিজ ভাবে,
কত কথা শোকের উচ্ছ্বাশে॥
সবে করি সম্ভাষণ, ডিউক্ উদার মন,
কন্ সব নিজের অবস্থা।
মৃত্যুকালে একবার, না দেখিনু মুখ তাঁর,
প্রাণে মোর হয়েছে অনাস্থা॥
ভিক্‌টোরিয়া মা আমার, পুণ্যবতী অনিবার,
চিহ্ন দুটী রেখে গিয়াছিলা।
আজ তার এক চিহ্ন, অকস্মাৎ হলো ভিন্ন,
কাল আসি কাড়িয়া লইলা॥
দুর্জ্জয় এমন কাল, না বুঝিলা কালাকাল,
না বুঝিলা আমার অভাব।
না বুঝিলা ইংলণ্ডের, রীতি নীতি সময়ের,
না ভাবিলা রাণীর যে ভাব॥
চির প্রথা লয়ে মনে, যুবরাজ সিংহাসনে,
বসিলেন দেবরাজ সম।
আশীর্ব্বাদ করি তাঁয়, যেন তাঁর বসুধায়,
আয়ু, যশ, হয় অনুপম॥

পঞ্চম সর্গ।

বিষণ্ণ পঞ্চম জর্জ্জ ও তৎ কর্ত্তৃক মহামৃত-দেহের প্রদর্শন।

নিদ্রিত সিংহের পার্শ্বে সিংহশিশু যথা
বসে থাকে স্থির ধীর, সেইরূপ আজ,
বসিয়ে পঞ্চম জর্জ্জ জনকের পাশে;—
ভাবিছেন কত কথা বিষণ্ণ বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে থাকি নিরখিয়া মৃত মুখ,
নিশ্বাসের উষ্ণ বায়ু মিশায়ে আকাশে,—
সকলের প্রাণে আহা! দিতেছেন ঢালি
উষ্ণ-প্রস্রবণ-সম উষ্ণ-অশ্রুরাশি।
হায়! তাঁর অকস্মাৎ একি রে দুর্দ্দিন!
এ কি দৃশ্য! এ কি রে দুর্দ্দৈব ভবে আজ!
একদিনে এ কিরে সঞ্চার রাজগৃহে;
কালের কি নাইকো বিচার কোন কালে?
নাহি দয়া মায়া কিছু পশিতে এখানে?
নাই রাজভয় কিছু? এ রাজ-ভবনে
পশিল সে অপ্রত্যক্ষে জানি কি সাহসে;
ছিন্ন ভিন্ন কৈল সব, প্রলয়ের মত,
পড়িল ভূতলে শোকাচ্ছন্ন, তরু লতা
বৃন্ত ছিঁড়ি খসিল কুসুম সম আহা!
মলিন বদনে হেথা রাজপুরী মাঝে;

ভুলিল কি রাজশক্তি কাল, হয়ে আজ
ভয়হীন ? নির্দ্দয় পাষাণ বেশে ওহো !
কেড়ে নিল প্রাণ ওই রাজদেহ হ'তে ?
হায় কি বলিব আজ, মানব আমরা
না ধরিলে দেবশক্তি, পারি কি রক্ষিতে
এই মায়াদেহ কভু এ মর ভবনে ?
রাজশক্তি অক্ষম কি কভু চেষ্টা যত্নে ?
কিন্তু হায় কি হইবে পুরুষ আকারে
কাল যারে নিজ ক্রোড়ে করিবে গ্রহণ।
তুমি শ্রেষ্ঠ ভারত সম্রাট্ ! না কর হে
শোক আর, বাঁধ ধৈর্য্যবলে নিজ মন;
ধৈর্য্যগুণে হয় অবসান শোক দুঃখ
মানবের, ধৈর্য্যগুণ রাজার সম্বল,
রাজসিংহাসন নাহি টলে কভু ভবে
ধৈর্য্য-অলঙ্কার পরি বসিলে তাহায়;—
ধরিলে ধর্ম্মের দণ্ড, বিবেকের অসি
ঝুলাইয়া কটিদেশে, পরিলে সুন্দর
দয়ার মুকুট শিরে ভুবন মোহন !
প্রবোধিব তোমায় কি, তুমি রাজ্যেশ্বর,
শান্ত হয় চরাচর তোমারি প্রবোধে;
প্রবোধিলে তুমি ওহে সহাস্য বদনে,
উল্লাসে প্রকৃতি-পুঞ্জ উঠে হে নাচিয়া !
তুমি হে রাজন্ ! নর রূপে নারায়ণ,
কোটি কোটি প্রজা তব পুত্রের সমান

আছে নিত্য তব মুখপানে নিরখিয়া।
পিতৃসম পালিবে তাদের তুমি সদা,
ঘুচাইবে শোক তাপ পরম যতনে;
তোমায় বিষণ্ণ দেখি তারা বিষাদিত
আজ; শান্ত হও, শান্ত কর সবে ত্বরা;
শান্তির বিধাতা তুমি এবে এ জগতে।
দেখিবারে মৃত দেহ ইংলণ্ডপতির
আসিয়াছে আজ হেথা, নানাদেশ হ'তে
রাজগণ শোকাচ্ছন্ন শোক চিহ্ন ধরি;
দেখাও তাদের তুমি আনি একে একে
পুণ্যতীর্থ সম দেহ পরম যতনে।
সমাধির কর আয়োজন ধীরে ধীরে,
মহান্ সমাধি এই মহাপীঠ সম,
রাজতীর্থ হইবে ভূতলে পরে জেনো,
আসিবে দেখিতে যত রাজগণ হেথা,
আসিলে ইংলণ্ডে কভু রাজ দরশনে;—
অতীতের মহাচিহ্ন ভাবি করিবেক
প্রদক্ষিণ, ইতিহাস দেখাবে খুলিয়া
সযতনে রাজ রূপ, প্রত্যক্ষ বিধানে
বুঝাইবে কর্ম্মাকর্ম্ম ভুবনবিদিত
যাহা কিছু অতীতের স্বুবর্ণ অক্ষরে;—
অতীতের স্তম্ভোপরি লেখা থাকিবেক
চিরদীপ্ত, থাকিবেক হৃদয়ে হৃদয়ে
দেহস্তম্ভে পরিস্ফুট প্রাণের বন্ধনে;—

প্রাণ গেলে হবে অন্য প্রাণে দীপ্ত পুনঃ,
না নিভিবে প্রাণ-জ্যোতি জানিও নিশ্চয়;
প্রাণ হলে নাহি নিভে কভু—প্রাণ-জ্যোতি
অজড় অমর বিশ্বে মহাপ্রাণময়।
মহাশক্তি ধরে এই প্রাণ দেহস্তম্ভে—
কর্ম্মের প্রভাবে যবে উপনীত হয়,
কর্ম্মবশে এ ভূতলে থাকি দিন কত
খেলে মনোমত বিষয়-অনিত্য-খেলা;
খেলা ফুরাইলে পুনঃ যায় চলি প্রাণ
নিত্যধামে, এইরূপ যাওয়া আসা করে,
কিন্তু চিহ্ন থাকে সে খেলার বিশ্বপ্রাণে।
অতএব প্রাণময় দেব! হও শান্ত,
মহাপ্রাণ লয়ে মহাসুখে পাল এই
প্রাণীরাজ্য পরম যতনে, পূর্ব্বাপর
হয়েছে পালিত যাহা তব ও আসনে
থাকি, কত কত মহাপ্রাণ মহাভাব
লয়ে, গিয়েছে এসেছে আহা এইমত!

রাজমাতার মৃতদেহ বক্ষে নির্জ্জন বিলাপ ও প্রার্থনা।

বুঝিলাম গেলে তুমি ছেড়ে আজ,
আর উঠিবে না, বুঝিনু নিশ্চয়
সংসার অনিত্য ভাবি চলে গেলা
নিত্যধামে, আর নাহি দেখিব
তোমায় পুনঃ, পরম পুরুষ মম,
পরম জীবন, মহাভাগ্যধর—
মহান্ সারথি এই দেহ-রথে।
সারথি বিহনে কোথা চলে রথ
নাথ? কেমনে চলিব আমি
ভাবি অনিবার, নশ্বর এ জীবধামে
কেহ না চলিতে পারে আশ্রয়
বিহনে, আহা মরি শূন্য
আজ হেরি দিক্, এ ভব ভবনে
সুখ নাহি পাই কোথা, কারে দেখি
না হয় আনন্দ মনে, আনন্দের
ধন তুমি গিয়াছ চলিয়া, তাই কি হে
নিরানন্দ আজ বিশ্বময় মম?
চারিদিকে ক্রন্দনের ধ্বনি,
বিষাদের মহোচ্ছ্বাসে শোকের
পতাকা উড়িতেছে শূন্যে কত?

শূন্য প্রাণ যায় কোন্‌খানে
নীরবে, বুঝিতে না পারি আমি।
হৃদয়ে হৃদয়ে বেঁধেছে যে শোকচিহ্ন,
ঘণ্টাধ্বনি হতেছে আকাশে ;
চক্ষে চক্ষে অশ্রুজল, মুছে মুছে
হয়েছে মলিন মুখ আহা !
বালকের বিষাদ ক্রন্দন রবে
পূরিয়াছে রাজপুরী, রাজলক্ষ্মী
কাঁদিয়া আকুল হেথা নীরব
প্রাণেতে, না বুঝিয়া আপন অভাব,
দেয় ভূমে গড়াগড়ি কেহ, যায় মূর্চ্ছা
স্থানে স্থানে, কেমনে দেখিব ইহা ?
প্রাণ কাঁদে বড়ই কাতরে মম;
মনে হয় আমিও চলিয়া যাই,
যাঁর সহ গেলে পাইব অনন্ত সুখ—
অনন্ত ধামেতে অনন্ত দিনের তরে।
হায় ! আজ সুবিশাল ধরণীর ক্রোড়ে
লুকাবেন চিরধন জন্মের মতন
মম, না দেখিব আর আমি
সে অমূল্য ধনে চিরদীপ্ত হেথা,
না বলিব কোন কথা আজ হ'তে
তার সঙ্গে সেইমত প্রাণ খুলি,
কথার পথিক মম যাবেন একাকী
নিঃশব্দে পৃথিবী মাঝে আমায়

ফেলিয়া বহুদূরে অজানিত দেশে।
হইবে নিঃশব্দ সব, যাবে রূপ গুণ
সে অঙ্গের, রত্ন-অঙ্গ হবে ধূলি সঙ্গ,
ও মুখ কমল না দেখিব আর
আমি, ও বিশাল বক্ষ যাবে বক্ষে
মিশি ধরণীর, ঐ বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত
ধরণী লবেন সুখে হৃদয়ে ধরিয়ে
সে অনন্ত করে, আমার সাক্ষাতে
সকলেই আসিবে চলিয়া পুনঃ,
একাকী সে ধনে রাখি সুবর্ণে মণ্ডিত;
কেহ না যাইবে ফিরি পুনঃ আর তথা,
আমিও রহিব শূন্য, শূন্য প্রাণে
হেথা, চেয়ে শূন্যপানে নিত্য।
কি ক'রে থাকিব আমি, বল
কোন্ প্রাণে এ শূন্য পুরীতে।
আলেক্জেন্দ্রা কোন্ প্রাণে
দেখিবে সকল, কোন্ আঁখি লয়ে
রাজপ্রিয় বস্তু সব—চৌদিকে সজ্জিত
যখন দেখিব আমি, শোকানল
জ্বলিবে দ্বিগুণ আরো, কি দিয়ে
বুঝাব প্রাণে? যখন দেখিব আমি
পরিচ্ছদ কক্ষ তাঁর প্রিয়, যখন দেখিব
রত্নরাজি রত্নকক্ষে ঝলসিছে আহা!
যখন দেখিব ক্রীড়া-কক্ষ জন

প্রাণীহীন, নাই বন্ধুগণ তথা,
খেলার সে সঙ্গীগণ নাই আর;
যখন দেখিব সেই সারমেয় দল,
হতাশে আমার পানে চেয়ে,
করিছে ক্রন্দন সবে, না ভক্ষিছে কিছু
যেন কি মহান্ শোকে রয়েছে নিদ্রিত।
যখন দেখিব গ্রন্থাগার শূন্য,
গ্রন্থ সব পড়ে আছে চতুর্দ্দিকে,
কেহ নাই সেইখানে; যখন দেখিব
ভোজন শয়ন কক্ষে নাই সে
আনন্দ ধ্বনি, নাই নৃত্য গীত
আনন্দের আবাহন বাদ্য সুমধুর—
পড়ে আছে শূন্য সব বিহনে
আনন্দময়; যখন দেখিব
বিশাল সে বাতায়ন পথে
আর কেহ নাই চেয়ে, আমিই
কেবল আছি একাকিনী আহা!
চাহিয়া চাঁদের পানে, না বিলায়
চাঁদ আর সেরূপ মাধুরী
কৌমুদী কুমুদ-সার সৌরভ
সুন্দর; হায় আমি যখন দেখিব,
ম্লানমুখ পুত্র কন্যাদের মম
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে, বিষাদের
ছবি আহা অশ্রুভরা মুখ সব

পিতৃহীন, বড় আদরের যারা
ছিল একদিন তাঁর কাছে, দাঁড়াইত
যারা কতই স্নেহের মূর্ত্তি, কত বেশে
কত হাসি মুখে আহা সবে !
হায়রে তখন কোন্ প্রাণে
বাঁধিব এ হিয়া, কি দিয়ে তখন
করিব এ শোকানল নির্ব্বাণ আপনি।
বড়ই যে জ্বলিবে আমার হৃদি
কে আর তখন করিবে সান্ত্বনা মোরে।
কিসে প্রবোধিব মনে সে সময় হায়,
তাঁর স্মৃতি উঠিবে যে জাগিয়া আমার
হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে স্বতন্ত্র হইয়া।
হে ঈশ্বর ! শান্তিময় মুখ তব,
শান্তি দাও এ কঠোর প্রাণে, আর নাহি
সহে প্রভো ! অসহ্য যন্ত্রণা মম।
দিয়েছিলে জন্ম যদি রাজকুলে
দয়াময় ! দিয়েছিলে যদি রাজপতি,
পতির মতন পতি রাজরাজেশ্বরে,
করেছিলে রাজরাণী যদি মোরে;
রাজপুত্র দিয়েছ যদ্যপি সর্ব্বগুণধাম;
রাজবধু পেয়েছি যদ্যপি মনোমত,
কিন্তু দেব ! কেন নাহি দিলে
দীর্ঘআয়ু তাঁর, কেন না বসালে
দীর্ঘদিন সিংহাসনে, পুণ্যবতী

শাশুড়ির মত তাঁরে পরম যতনে।
দয়াময়! সকলি তোমার ইচ্ছা,
ইচ্ছাময় তুমি বিশ্বে, এ নশ্বর ভূমে
তব ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে আর।
চরাচর জীবের জীবন তুমি,
জীব-ভাগ্য-রজ্জু মূল তোমারি ও করে
বাঁধা, তুমি যবে দাও হে খুলিয়া,
কর্ম্মফলে যায় জীব আপনার পথে;
কেহ না বাঁধিতে তারে পারে
সে সময়, বিশ্বময়! বিশ্বভাব
কে জানে হে তোমা বিনা এ ভব ভবনে
দাও শান্তি মোর হৃদে, দাও আসি
মৃতের আত্মায়, তুলে লও ক্রোড়ে
তাঁরে, দাও নব রাজরাজেশ্বর বুকে,
চিরজীবি করহ তাঁদের দুইজনে আজ,—
দাও হৃদে সাহস অতুল নাথ!
তোমার অপ্রিয় কার্য্য কভু যেন
নাহি করে তারা, ধর্ম্মের শাসনে
রাজনীতি-পথে রাখে যেন নিজ মতি,
এই ভিক্ষা চাহে তব কাছে আজ
অভাগিনী আলেক্‌জেন্দ্রা জন্মের মতন।

রাজবালক, রাজকন্যা ও রাজবধুগণের অশ্রু বিসর্জ্জন।

জনম অবধি শোক দুঃখ নাহি
জানে যারা কভু এ বিশ্ব ভবনে,
বিষাদের কৃষ্ণ চিহ্ন নাহি যাহাদের
বদন কমলে, নির্ম্মল সে মুখগুলি
কেবল আনন্দে ভরা, ভাসে যেন
আহা নির্ম্মল তটিনী স্রোতে অনুপম
বেশে, অনিবার বিকচ কুসুম সম
নেচে নেচে ধায় সোহাগ-তরঙ্গে রঙ্গে ;
ক্ষুধায় আহার করে, নিদ্রা পেলে
শোয় সুকোমল শয্যা'পরে
সকলে মিলিয়া, যেন কি শান্তির
ক্রোড়ে আহা মরি পড়ে ঘুমাইয়া।
কত কি স্বপনে দেখে প্রকাশিতে নারে
ব্যক্ত করি, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কত,
জাগরণে খেলাই যাদের জীবনের
কার্য্য, কেহ ফুল তোলে, কেহ
মালা গাঁথে, কেহ সুখে খেলানা
সাজায়, কেহ গাড়ী ঘোড়া চড়ে,
চালায় আপনি, পুতুলে চড়ায় কেহ,
কেহ টানে, কেহ ব'সে কয়রে বিশ্রাম,

কেহ রাগে অভিমানে থাকে পরস্পর,
আহা মরি ইহা ভিন্ন, নাহি জানে
যারা সংসারের শোক দুঃখ,
চিরন্তন প্রথা পৃথিবীর আর কিছু
নাহি জানে, নাহি বুঝে কভু যারা
জন্ম নিলে হয় কি মরিতে পুনঃ!
কারে বলে মৃত্যু, নিদ্রা কি জাগিয়া
থাকা, কিছু নাহি বোঝে মর্ম্ম
তার; আহা মরি সেই সব
রাজশিশু, রাজকন্যাগণ আজ
রাজপুরে কিছু না বুঝিতে পারে,
শোকের কাহিনী, ভাবে মনে মনে
কেন মুখে হাসি নাই কারো?
কেন লোক ত্রস্ত ব্যস্ত যায় আসে,
কেন ঘণ্টাধ্বনি হয়, কেন ভাসে
অশ্রুজলে প্রাণ সম আত্মীয় সকল?
কেন বধূগণ ফেলিয়া তাদের
সঙ্গ, বিষণ্ণ বদনে বদন রুমালে ঢাকে,
বলে "কি হইল," বলে "লয়ে যাও সঙ্গে,
যথা যাও তোমরা সকলে সেথা।"
মাতৃপ্রাণ নাহি মানে, নাহি
শোনে কিছু বালকের সে ক্রন্দন,
নাহি যায় লয়ে কোথা, আরো
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে, শিশুগণে নাহি

যায় রাখা; বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি
কেহ যায় জননীর সহ, নীরবে
নীরব স্থানে, শয্যা পার্শ্বে বসি
(অপূর্ব্ব রতন শয্যা রাজরাজেশ্বরে)
দেখাইয়া বলে, "কেন আজ এত
ফুল লয়ে শুয়ে আছ, উঠিছ না
কেন ? কেন সবে তোমার নিকটে
দাঁড়াইয়া কাঁদিছে এরূপ ভাবে,
কেহ নাহি বলে কথা, তুমিও না
বলিছ কাহারে, কি হয়েছে ? রাত্রি
কালে লেগেছে কি গায়ে কিছু ?
কিম্বা কেহ বলেছে কি তোমায় এমন ?
তাই অভিমানে শুয়ে আছ, না
উঠিবে আর" ? এই বলি সিদ্ধান্ত
করিয়া প্রবোধিছে বালকের প্রাণ;
যাহারে যেমন দেখিছে শুনিছে
তথা, রহিয়াছে তারি মুখপানে
তাকাইয়া বিষণ্ণ বদনে !
অন্যদিকে রাজবধুগণ আহা !
শোভাহীন ম্লান ছবি যেন
আছে দাঁড়াইয়া বিষাদিনী শোকাকুলা,
না করিছে বাক্যালাপ সাথীগণ সহ,
নাহি বিনাইছে মুক্ত কেশ,
না পরিছে পরিচ্ছদ, হার,

মহামূল্য অঙ্গে কেহ অঙ্গ আভরণ;
চৌদিকে ছড়ায়ে মুকুতার মালা
যেন কি বিষাদে ভাবিছে বিষণ্ণ মনে;
ত্রস্ত ব্যস্ত হরিণী যেমন ব্যাধে হেরি
আতঙ্কে শিহরি উঠি চায় চারিদিকে,
নাহি খায় তৃণ, নাহি করে জলপান,
সেইরূপ রাজপুরী মাঝে আজ
ত্রস্ত ব্যস্ত রাজবধূকুল আহা!
হেরিয়ে সে রাজমূর্ত্তি অনন্ত
শয়নে শায়িত, শোকের প্রবাহে
ভাসে নিশি দিন একভাবে।
কেহ না সে হরিণী সকলে প্রাণ
দিয়া প্রবোধিতে পারে এ জগতে আজ।
কাল শবে তুলে লবে সবে,
জানি না কি তুলে লবে, এদের
সম্মুখ হ'তে অমূল্যরতন, অথবা
কি হারাধন; তস্কর যেমন লয় তুলি
গৃহস্থ ঘুমালে গৃহে প্রবেশি গোপনে,
অলক্ষ্যে লইয়া যায় প্রিয় বস্তু
সব, সেইরূপ লয়ে যাবে শবে,
প্রিয় বস্তু—সকলের মস্তকের মণি,
প্রাণ সম নিরদয় কাল আহা।
ধরিয়ে রাখিতে না পারিবে কেহ
তারে, কেহ না দেখিবে সে অদৃশ্য

গতি তার, শোক দুঃখ চিহ্ন আঁকা,—
আঁধার প্রাণের কোণে বিকট মূরতি"।
এই বলি নীরবিলা শোক-বীণা সব,
অসময়ে পড়িলা গলিয়া আহা!
সোনার লতিকা সব যতনে রোপিত;
রাজপুরী মাঝে পরম সুন্দর যাহা!
ওহো কি ভীষণ দৃশ্য! কল্পনায়
নাহি আসে সে দৃশ্য বর্ণিতে,
যার হিয়া আছে সেই পারে অনুভবে
বুঝিতে সকল; তৎকালীন ভাব যাহা।

ষষ্ঠ সর্গ।

অন্ত্যেষ্ঠি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার হইতে প্যাডিংটনে মহাদেহ প্রেরণ।

অস্ত গেলা বিভাবরী, মেঘাম্বর মুখে
উদিলা তপন দেব বিষণ্ণ মলিন,
পূর্ব্বদিকে বিস্তারিলা কিরণ-আসন,
বিস্তীর্ণ আকাশ মাঝে সুবর্ণে মণ্ডিত,
নানাবর্ণে সুরঞ্জিত ভুবন মোহন;
কোটী কোটী লোক আজ বসিবে উহাতে
কোটী মুখ কোটী প্রাণ লইয়ে একত্রে,
দেখিবে ইংলণ্ড আজ কোটী চক্ষু ভরি,
মহারাজ দেহ যবে করিবে প্রস্থান—

মহাভাবে মহাযোগে শান্তি নিকেতনে।
কোটী পুষ্প কোটী করে করিবে বর্ষণ
অশ্রু সচন্দনে লেপি, ভক্তির আবেগে
হৃদে হৃদে জ্বালাইবে শোক-ধূপ যত,
সুগন্ধি সকল উঠিবে অম্বর ভেদি;—
বায়ু সহ যাইবে স্পর্শিতে সেই
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, দৃষ্টির অলক্ষ্যে এবে।
বিহঙ্গ সকল ডালে ডালে বসে রবে,
না উড়িবে না ছাড়িবে বাসা কেহ,
মানবের মত না করিবে অর্থ লোভে
বিক্রয় সে স্থান, আপনি অভাবে পড়ি,
কিম্বা আঁখিরে বঞ্চিত করি জনমের মত।
বিপণি সকল না খুলিবে দ্বার তার
অর্থ লোভে, মহা অর্থে বঞ্চিতে বাসনা
নাহি আজ কারো মনে আহা!
নিজ নিজ স্থানে সবে থাকিবে বসিয়া।
সকলেরি হয়েছে নির্ণয় স্থান, যার যথা
বসিবার তরে, পার্কে পার্কে হয়েছে বিধান
তার, হয়েছে সজ্জিত কৃষ্ণ সজ্জা
চৌদিকে বেষ্টিত, শ্বেত অঙ্গে হয়েছে
ধারণ কৃষ্ণ-বেশ, মেঘে যথা
সৌদামিনী তেমতি লণ্ডনে শ্বেতাঙ্গিনী
কুল-অঙ্গ প্রকাশিছে আজ
কৃষ্ণাম্বর মাঝে আহা কি অপূর্ব্ব রূপে;

ঝরিছে তাহতে বৃষ্টি যেন নয়নাশ্রু
থাকিয়া থাকিয়া শোকের আকাশ হ'তে।
পথে পথে বসেছে পুলিশ কৃতান্ত দূতের সম,
যেন কৃষ্ণ পরিচ্ছদে সাজি, সৈন্যগণ
কাতারে কাতারে দাঁড়াইছে চল্লিশ সহস্র;
হাইড্ পার্ক, মার্ব্বেল্ আর্চ্চে লোকের সমুদ্র,
লোক থৈ থৈ করে উইণ্ড্সর পথে,
সেণ্ট্ জেম্‌সে, অভ্যন্তরে কার সাধ্য যায়।
শিরো'পরি শির, দেহো'পরি দেহ, কে করে
গণনা তাহা, মধ্যে মধ্যে পড়িছে মানব
মূর্চ্ছাপন্ন ভূতলে লুটিয়া শোকে,
পড়ে যথা মহাবাতে তরুকুল ছিন্নমূল!
তুলিছে তখনি অম্বুলেন্স্ গাড়ী তথা
সে মানব দেহ, লইছে চিকিৎসা হেতু
চিকিৎসা আলয়ে অতি সযতনে ধরি।
মিনিটে মিনিটে আসিতেছে রেল, ট্রাম,
লয়ে নর-সমুদ্র কল্লোল-সম সেইদিক পানে;
কেহ অশ্বে কেহ গজে আসিতেছে পুনঃ।
আছে দাঁড়াইয়া গবাক্ষে গবাক্ষে নারী,
শতদল পদ্ম যেন ছল্ ছল্ আঁখি
নীরবে ফুটিয়া থাকে ঊষার আঁধারে
তুষার ভূষণ মুখে দেখিতে তপনে।
শুভ্র সৌধ'পরি উন্মুক্ত আকাশে,
সুধার কলসী বসিয়াছে আজ যেন



Alabaster London deck'd out in black
Resembleth white lilies in this deep blue main.

Bench & Bar Diary Press, Calcutta.

সারি সারি কত মুকুল-মুকুট শিরে,
যেন কার মহাযাত্রা নিরখিবে বলি,
নাহি গড়ে নাহি পড়ে কেহ তায়,
চেয়ে আছে পথ পানে, ভাবিতেছে আহা!
কখন আসিবে সেই রাজ প্রছেসন্,
লয়ে সেই মহাত্মার যতনের দেহ।
দূরে থাকি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইছে
নারীদল, বলিছে বিহ্বলে "ঐ বুঝি এল,
কেমনে চাহিব মোরা সেই দেহ পানে,
অশ্রুচোখে কোন্ প্রাণে দেখিব চাহিয়া
ইংলণ্ড-পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
আজ? তিমির বসন পরিবেন ধরা,
অধরে চাঁদের হাসি পশিবে না আর তাঁর;
কৌমুদীর হার বিনা, পারে কি গো হাসাইতে
কুমুদ কুসুমে? হাসি শূন্য আজ বিশ্ব,
শোক-অন্ধকারে পূর্ণ এ লণ্ডন ভূমি,
দৃশ্য নাহি হয় প্রিয় দর্শনের বস্তু কিছু।

২০শে মে তারিখের অন্ত্যেষ্ঠি যজ্ঞ এবং মহাশ্মশানের ভীষণ দৃশ্য, সাধারণের মৃত রাজদেহ দর্শন ও বিলাপ, ইংলণ্ডে অশ্রুজল প্লাবন ও মহাস্মৃতি স্থাপন।

ঐ এল লক্ষ লোক চক্ষু ভেদি
বিপুল সম্ভার, মহারাজ
মৃত দেহ, মহা-অনুষ্ঠান যোগে;
মরি কি মহান্! কামান শকটে
কামান শয্যায়, রহিয়াছে
সে মহাশয়নে শান্ত মূর্ত্তি
কিবা আহা! ধরণী ধরিয়া আছে
শকটের চক্র যেন নিজ হৃদে লয়ে।
ধীরে ধীরে যেতেছে বাহিয়া কৃষ্ণ
অশ্ব, সুবর্ণ মণ্ডিত কৃষ্ণ বেশ পরি,
রক্ষকের দল বেষ্টি, অশ্রুজল ছড়াতে ছড়াতে
চৌদিকে, গভীর নিঝুমভাবে
করি কর্দ্দমাক্ত রাজপথ;
ভীষণ দর্শন শ্মশানের ছবি লয়ে
(কৃষ্টবর্ণ পতাকা বেষ্টিত আহা)!
ধায় রাজ বালকের দল পার্শ্বে
তার, মুক্ত পদ মুক্ত শির সব;

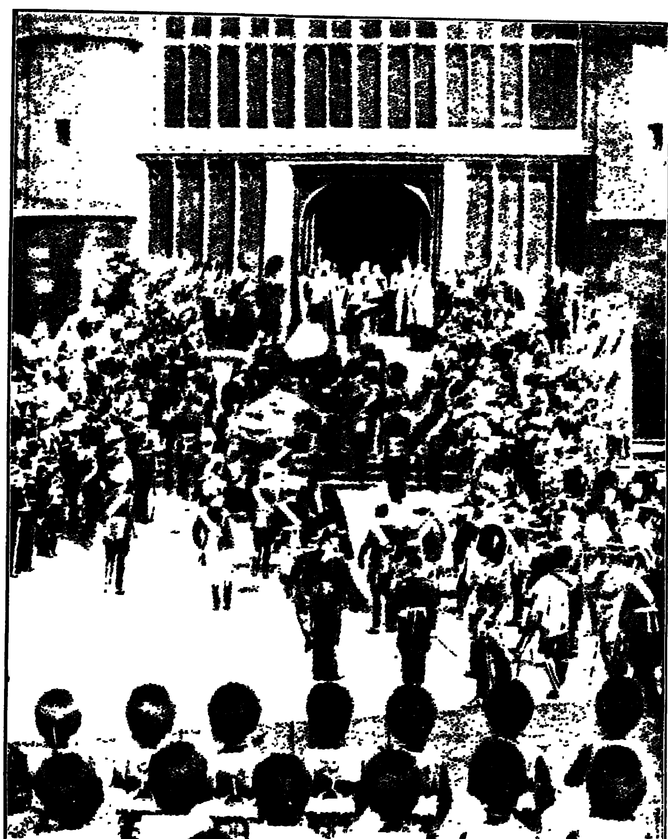


. . . . Proceed
All Princes representing foreign crowns
With bootless feet and heads in grief bent down.

Bench & Bar Diary Press, Calcutta.

মুছি শোক অশ্রুবেগ, ধীরে ধীরে
অগ্রভাগ ধরি যান যুবরাজ ঐ;
কনট্ মহান্ যান লয়ে ভগ্নি-পুত্র
কাইসারকে সঙ্গে করি শোকের সহায়!
তার পর করেন গমন, বিষাদিনী
রাজলক্ষ্মী রাজমাতা, রাজবধূগণ
শোকবস্ত্র আবরিতা, রাজ শকটের
মাঝে,—কমলিনীকুল নয়ন মুদ্রিতা
যায় ঘন অন্ধকারে সরসীর জলে ভাসি
ঘোর প্রভঞ্জনবেগে বৃন্তহীন যথা।
তার পর সমাগত নরপতিকুল,
রাজপুত্র, রাজ প্রতিনিধি যত, যান
নগ্ন পদে সবে, ধীরে ধীরে অবনত
করি শির; সঙ্গে চলে রক্ষীদল,
রাজ রথ, শোকের পতাকা লয়ে,—
ধায় যথা ভৃঙ্গদল প্রবল ঝটিকা
সঙ্গে, আত্ম হারাইয়া কুসুম স্যন্দনছাড়ি।
না চলে চরণ কারো সে সজ্জার পিছু।
না চাহে যাইতে বাহন বহন করি
কঠোর বন্ধনে; চারি দিকে অশ্রুবিন্দু
ঝরে, হয় পতনের মহাশব্দ মূর্চ্ছাগত
ধরণীর বক্ষে, বিবশ বিভোর যেন
লোকবল সব, শক্তিহীন শুষ্ক কণ্ঠ,
রহিছে চাহিয়া সে সবার পানে আহা!

অশ্রুজলে হইল প্লাবন ঐ দেখ রাজপথ,
সন্তরণ নাহি জানে যারা, কেমনে
হইবে পার শোকসিন্ধু আজ হেথা?
কার প্রাণ রহিবে রে আজ গৃহে গিয়া
দেহ মাঝে, মহা প্রাণে করিয়া বিদায়
ধরণীর অন্তরালে অনন্তের ক্রোড়ে?
ধন্য তুমি ভাগ্যবতী বসুধে গো! আজ
লইবে আপন ক্রোড়ে রাজরাজেশ্বরে,
রাখিও যতন করি যাবতজীবন
অমূল্যরতনে তব রত্নখনি সম।
ওহো! কি ভীষণ আজ শ্মশানের দৃশ্য
হেথা, নাহি চায় কেহ যাইতে নিবাসে
আর, অনিত্য বিষয় ভাবি শূন্য
গৃহবাসে, নাহি চায় যেতে শুনি
শেষের প্রার্থনা, অন্তিমের ভিক্ষা
আত্মার শান্তির তরে; আজ এই
স্থান হ'তে শ্মশান বৈরাগ্যে
বাঁধিয়েছে হিয়া সব, ভোগ সুখ
কেহ নাহি চায়, রাজপদ, রাজ্যসুখ,
রাজৈশ্বর্য্য, কিছু নাহি সঙ্গে যায়!
রাজদেহ যায় একা চলি প্রাণ গেলে
শূন্যে উড়ি, পঞ্চভূতে মিশায় সে
আদরের দেহ, কিছু নাহি চিহ্ন থাকে
তার, হায়! আজ সকলেরি চিত্তে



In the rear of them immersed in grief profound
The Queen-mother and the Princesses proceed.

Singh & Bandhu Dary Press, Calcutta.

এই ভাব, বৈরাগ্যের বিষম তাড়না।
মায়া হেথা না পারে পশিতে একাকিনী
কারো মনে মায়াদেহে,—এ শ্মশান
ভূমে, দেখি দৃশ্য থর থর কাঁপে
মায়া, বিবেক মোহিনী মানবের
চিরদিন, ভববন্ধনের মূল, মুক্তিরূপ
কমল-কণ্টক এ সংসার সরোবরে;—
বাসনার প্রবল সঙ্গিনী দূরে যায়
দেখিলে এ অন্তিমের দৃশ্যচয়;
ভূতলের অতুল বিভব তুচ্ছ করে
নিতে নররাজ এই শোক আমন্ত্রণে
পশি;—কিন্তু বিশ্বে না হয় সেরূপ,
বৈরাগ্যের না থাকে প্রাধান্য,
মায়া দেহ করে অধিকার সর্ব্ব জীবে
সমভাবে, ক্ষণেক পাইলে ভোগ
ভোগৈশ্বর্য্য মাঝে মহা মোহে
করে বিমোহিত জ্ঞানে; ধূম্রজাল যথা
জ্বলন্ত পাবকে সদা করে আচ্ছাদন,
কিম্বা প্রভাকরে যথা আবরে বারিদ।
স্মৃতি! আজ থাক তুমি এই খানে,
যাই বিসর্জ্জিয়া তোমা জনমের মত
এ ঘোর সমাধিক্ষেত্রে, শোক সমারোহে
পশি, থাক তুমি চির দিন চির চৈতন্যেতে
মিশি, আর আর মহাস্তম্ভে ধরি

এ স্তম্ভের পাশাপাশি মহান্ সম্ভ্রমে,
স্বর্ণাক্ষর হৃদে গাঁথি; থাক তুমি
স্মৃতি! অনন্তের ক্রোড়ে বসি,
প্রশান্ত সে রাজ-মুখ লয়ে বুকে,
ছিলে হে যেমতি তুমি স্বর্ণ-মুখ লয়ে
স্বর্ণ-মুদ্রা মাঝে সব গৃহে গৃহে পশি;
তোমায় লইয়ে সবে রাখিত যতনে,
দেখিত দিনান্তে ধনী অতুল বিভব
ভাবি, তোমার বয়ান মনের আনন্দে সদা,
নারীগণ পরিত গলায় বহুমূল্য হার
করি, সাজিত অপূর্ব্ব রূপ
বর্ত্তমান স্মৃতিস্তম্ভ কালের সদনে।
সেইরূপ স্মৃতি তুমি থাক এই
রাজ সমাধির স্তম্ভে পরম সম্ভ্রমে।

সপ্তম সর্গ।

মহারাজার মহা-আত্মার মহানির্ব্বাণ।

মানবের দেহে আছে পঞ্চভূত
জীব সহ অতিথি সংসারে,
জীব গেলে এই দেহ হ'তে আর নাহি
থাকে তারা, যায় পঞ্চ মহাপঞ্চে মিশি,
কর্ম্মগুণ জীবন সম্বন্ধ জীব সহ
করে অধিষ্ঠান পরলোকে, কিম্বা



The mournful scene of the departure of the king.
For the eternal abode of peace eternal.

পরব্রহ্মে, কর্ম্মাতীত উপাধি বিহীন
নির্ব্বিকার নির্ব্বাণ সমাধি
পায় জীব নিষ্কাম সাধন হতে।
পুনর্জ্জন্ম না হয় তাহার, পুনর্দ্দেহ
না লভে মানব জননী জঠরযোগে,
কর্ম্মপাশ বাঁধে না জীবেরে আর।
মুক্ত প্রাণ সতত বিচরে চিদাকাশে,
অপূর্ব্ব জ্যোতিতে মিশে থাকে জ্যোতির্ম্ময়।
কেবল ভূতের পক্ষে দেহে আসা যাওয়া,
দেহময় ভূত এই অনিত্য জগতে
বিকারে বিকৃত হয়, লুকায় অস্তিত্ব
মনে-কালের অধীন, স্থূল দেহ
বুঝিতে না পারে, জীবের এ আসা যাওয়া
পুনঃপুনঃ এ মর ভবনে স্বগুণ।
এই বিশ্বে জন্মেরি মূরতি হেরি,
মৃত্যুর নাহিক মূর্ত্তি, অন্তক সে
শেষ নাম তাঁর, শেষ করে দেহ এই
প্রকৃতির বশে, কর্ম্মপাশাবদ্ধ
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ অন্য দেহে যায় লয়ে।
সংস্কারাবেশে প্রত্যক্ষের অনুমান,
কার্য্য আর কারণের মূল সূত্র ধরে
বুঝে দার্শনিক ইহা, জ্ঞানবলে
জন্মান্তর, জীবনের দৃশ্যাদৃশ্য।
এই যে মহান্ জীব বহু কর্ম্মে প্রসারিত

গেলা চলি, বহু মন যার আকর্ষণে
চিন্তে, যারে প্রেরিয়াছে মনোবলে
পুষ্পরথে স্বর্গের নিকটে, কর্ম্মপাশ
যার দগ্ধ করি দীপ্ত রথ
স্বর্গের সোপানে দিয়াছে উঠায়ে,
এত মান, এত শক্তি লয়ে, অলীক
নহেক তাহা; মন হ'তে আসে শক্তি
জীবেতে প্রসারি, মন বিষয়ের মূল,
বিষয়েরে করি ধ্বংশ যায় সেই
জীব মূলে, উঠাইয়া দেয় তারা
স্বর্গের সোপানে নিষ্কাম অমরালয়ে।
করে শান্তি অনন্তের ক্রোড়ে রাখি,—
মিশায় সে অজড় অমরে, নহেক
অসত্য ইহা, মানব জীবনে মহাত্মার
পক্ষে, অতএব রাজ আত্মা
নহে নীচগামী, নহে নরকের পথে,
বহু পুণ্যে রাজ্যেশ্বর-রাজচক্রবর্ত্তী হয়,
সে পুণ্য না যায় নীচে, সে শক্তি
না হয় অন্য ক্ষুদ্র শক্তি সম অজ্ঞাত।
সে শক্তির মহাস্রোত, মহাপূজা
পায় বিশ্ব-মন হতে, সে পূজার
পরিণামে মহাস্থানে যায় জীব,
অবশ্য নির্ব্বাণ লভে নাহিক সন্দেহ।
অতএব মহারাজ দেহ মহাসমারোহে

গেল মহাশোকে রাখি; মহামনস্রোত
রাখিয়াছে তাঁরে মহাস্থানে যতন করিয়া
দুর্ল্লভ মুক্তির তরে; আর না জনম হবে
পুনঃ তাঁর রাজকুলে, রাজকুল হতে শ্রেষ্ঠ কুলে
এবে তিনি করিবেন গতি, সে কুল
চিন্তায় নাহি আসে মানবের,
সে কুলের কুলত্ব সম্বন্ধ বহুদূর
হেথা হতে, ক্ষুদ্র বুদ্ধি ক্ষুদ্র প্রাণ
নাহি যেতে পারে তথা হীন দেহ
লয়ে, মহাযোগী কুলীন না হইলে
ধরায়, কিম্বা রাজঋষি তুল্য না হলে ক্ষমতা;
কিম্বা বিশ্বের পালক এই সম্রাট্
না হলে, কেহ নাহি পারে যেতে তথা।
তিমির আবৃত তার পথ, নাহি চন্দ্র সূর্য্য
সেই পথে, নাইকো নক্ষত্রাকাশ,
নাই জ্যোতিঃ দর্শকের তরে তথা,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ সদা নিজ জ্যোতিবলে
যায় সেথা, অক্ষয় অমর জ্যোতিঃ
সে পথের পথিকের করে ধরে লয়;
কে জানে নিগূঢ় সম্বন্ধ তার ভবে,
অন্ধ কি জানিতে পারে পূর্ণিমার রাতি ?
অথবা উদয় অস্ত অরুণের রথে
তপনের নানাবর্ণে সুরঞ্জিত বেশ ?

বিশ্বব্যাপী শ্রাদ্ধ ও দানসাগর।

সাঙ্গ হলো ভব খেলা অস্ত গেলা রবি।
দাঁড়াইয়া রৈল শুধু কল্পনার ছবি॥
সম্বতের পর যত আসিবে সম্বৎ।
কেবল ভূতের সাক্ষী দিবে ভবিষ্যৎ॥
মহান্ কালের অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
কত লীলা হয় বিশ্বে কত লীলা যায়॥
শোক তাপ নাহি থাকে ভাবী কাল অঙ্গে।
কেবল মানুষ কাঁদে বর্ত্তমান সঙ্গে॥
বর্ত্তমান স্রোত গেলে কাল অঙ্গ দিয়া।
আর না দেখিতে পায় শোক দুঃখ হিয়া॥
মহাশোক-নিশি কাল গিয়াছে যে চলি।
স্বপনের মত আজ তারে আমি বলি॥
আহারের পরে নিত্য শান্ত হয় জীব।
জীবের আহার নিদ্রা নাশয়ে অশিব॥
সেই হেতু জীবনের মঙ্গল কারণ।
শ্মশান আগতজনে করায় ভোজন॥
সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে আছে এ পদ্ধতি।
কেহ না বিস্মৃত হয় এ হেন সুরীতি॥
পান ভোজনের দ্বারা দেহে প্রাণ থাকে।
সেই প্রাণে তৃপ্ত করে অপর আত্মাকে॥
মৃত-আত্মা বল বৃদ্ধি নিজ প্রাণে হয়।
এই জন্য নিজ তৃপ্তে মৃত শ্রাদ্ধ কয়॥

ইহলোক পরলোক আত্মার বন্ধনে।
এই জন্য তৃপ্ত করে আত্মা আত্মজনে॥
যে করে এ সব কর্ম্ম সেই মহাশয়।
না করিলে প্রেতআত্মা পরিতৃপ্ত নয়॥
প্রেতের সম্পর্ক থাকে পৈতৃক সম্পর্কে।
প্রেতময় পুত্রময় জানে এই লোকে॥
কর্ম্ম দেহ নর নাহি করে বরজন।
প্রেতের উদ্ধার হয় পুত্রের কারণ॥
কর্ম্মে যদি জন্ম হয় পুষ্ট হয় মনে।
সে মনের উৎকর্ষতা যায় পর প্রাণে॥
এই জন্য শ্রাদ্ধকর্ম্ম বিজ্ঞান সম্মত।
হিন্দুর হিন্দুত্বে আছে শাস্ত্র বিধিমত॥
আমাদের রাজাত্মার পরলোক গতে।
শ্রাদ্ধের অতুল কীর্ত্তি হয়েছে জগতে॥
রাজা হন প্রজাদের পিতার স্বরূপ।
কোথাও বা বন্ধু তিনি কোথাও বা ভূপ॥
তাঁর পরলোক হেতু সবে ব্যস্ত মন।
কেহ বা করায় দান কেহ বা ভোজন॥
তৃপ্তির নাহিক ত্রুটি সর্ব্ব দেশময়।
হয়েছে অক্ষয় কীর্ত্তি নাহিক সংশয়॥
এখনও অসংখ্য হবে কীর্ত্তির মন্দির।
নানাদেশে নানারূপ মনে আছে স্থির॥
অনন্ত স্মৃতির ডোরে বাঁধিয়ে যতনে।
রাখিবে অনন্তকাল যার যাহা মনে॥

ঐতিহাসিক স্মৃতিভোজন ও শয়নান্তে সম্রাটের অদ্ভূত ভৌতিক স্বপ্ন দর্শন।

ল'য়ে নব রাজ্যেশ্বর রাজগণে যত।
সমাধির অন্তে দেন ভোজন বিহিত॥
সেইদিন রাত্রিকালে শোকচিহ্ন পরি।
যান সব নিমন্ত্রিত যত নর নারী॥
বকিংহাম প্রাসাদেতে বসি এক ঠাঁই।
মৃত-রাজ-স্মৃতিভোজ করেন সবাই॥
ইতিহাসে এ ভোজন হবে চিরস্থায়ী।
মৃতের আত্মার জন্য মহাতৃপ্তি পাই।
নিজ তৃপ্তে আত্মা তৃপ্ত শাস্ত্রের বচন।
যার উদ্দেশ্যে করা হয় তিঁহ তৃপ্ত হন॥
দেহের বিনাশে আত্মা মহাত্মায় মেশে।
সুতরাং আত্মতৃপ্তি করে লোকে শেষে॥
ভোজন অপেক্ষা তৃপ্তি কিছুতে না হয়।
ভোজনে মনের প্রীতি প্রাণ রক্ষা হয়॥
অতএব শান্তি হেতু এ স্মৃতিভোজন।
অনুষ্ঠান হলো রাজগৃহে এহিক্ষণ॥
বসিলেন সকলেই করিতে আহার।
বসিলা পঞ্চম জর্জ্জ সহিত কাইসার্॥
আর সপ্ত রাজশ্রেষ্ঠ রাজমাতা সহ।
বসিলেন রাজকুলে যত ছিল কেহ॥

সমষ্টিতে দেড়শত হইবে সকল।
সকলেই বসিলেন দেহে করি বল ॥
শোকের সান্ত্বনা হেতু করিলা ভোজন।
পরস্পর বাক্যালাপ প্রীতি সম্ভাষণ ॥
মৃতের গুণের কত করিলা প্রশংসা।
পরস্পর স্বাস্থ্য প্রীতি জানাইলা আশা ॥
নব রাজ্যেশ্বর আর রাণীর কুশল।
চাহিলা ঈশ্বর স্থানে রাজ্যের মঙ্গল ॥
রাজ জননীর সুখ স্বাস্থ্যের বাসনা।
করিলা সকলে তাঁয় বিশেষ সান্ত্বনা ॥
পরস্পর মুছাইলা অশ্রুজল সব।
উদ্বেলিত শোকসিন্ধু হইল নীরব ॥
হইল ইংলণ্ডে পুনঃ শান্তির বর্ষণ।
বহিল মৃদুলভাবে শীতল পবন ॥
প্রকৃতির উষ্ণশ্বাস হইল বিরত।
উদিল আনন্দ-শশী গগণে রঞ্জিত ॥
আবার নক্ষত্রগণ হাসিল আকাশে।
কুমুদ তুলিল শির ফুটিতে উল্লাসে ॥
আবার ধরিল ফুল বৃক্ষে সারি সারি।
মধু-বুকে মুখ তুলে চাহিল আ মরি!
পাখীগণ শুনি নব রাজ্যেশ্বর শান্তি।
গাইল মঙ্গল গীত দূর করি ভ্রান্তি ॥
শান্তির প্রবাহে সবে ভোজন সারিলা।
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে প্রাণ ঢেলে দিলা ॥

বিরামদায়িনী নিদ্রা আসিলা সেখানে।
শোকমুখে শোকচোখে বসিলা যতনে ॥
সে নিদ্রার সঙ্গে আসি রাজার মূরতি।
পঞ্চম জর্জ্জের কক্ষে গেলা আশু গতি ॥
(সঙ্গে ভিক্‌টোরিয়া মাতা রাজরাজেশ্বরী।
আছেন বসিয়া তাঁর পার্শ্ব আলো করি ॥)
দেখা দিলা স্বপ্ন রূপে প্রত্যক্ষের প্রায়।
কহিতে লাগিলা এই আপন ইচ্ছায় ॥
"শুনহে পঞ্চম জর্জ্জ প্রিয় পুত্র মম।
আসিলাম তব কাছে ভাবি প্রাণ সম ॥
তুমি রাজরাজেশ্বর আজি এ লণ্ডনে।
আমি আছি স্বর্গধামে দৈব সংঘটনে ॥
আমার কারণ কেহ না কাঁদিও শোকে।
পরম আনন্দে আমি আছি এই লোকে ॥
আমার ও প্রিয় দেহ রেখেছ যতনে।
এসেছিল লক্ষ লোক উহার দর্শনে ॥
কোটী কোটী হিয়া মোরে করেছে সম্মান।
কেঁদেছে আমার তরে কত কোটী প্রাণ ॥
এসেছিলা পৃথিবীর যত রাজগণ।
তাঁহাদের যথাবিধি করেছ যতন ॥
আমার দর্শনে তাঁরা শোকঅশ্রু ফেলি।
নিজ নিজ দেশে এবে যাইবেন চলি ॥
বহু দেশে বহু স্থানে মম স্বর্গ তরে।
করিতেছে দান ধ্যান কত নিষ্ঠা ক'রে ॥



- Slumber now comes
And empties it on weeping eyes in bed.
With her there comes the form of the deceased King
And in the presence of his son appears

সে সব আমার প্রাণে রহিবেক গাঁথা।
ভুলিব না কভু আমি তাঁহাদের কথা॥
আশীর্ব্বাদ করি আমি তোমায় এখন।
অচল অটল হোক্ তব সিংহাসন॥
দীর্ঘজীবি হয়ে তুমি কর সুখে বাস।
তোমার রাজত্ব হো'ক্ সুখের নিবাস॥
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী মেরি ভাগ্যবতী।
তোমার সুখের অংশী হউন্ সে সতী॥
তোমার জননী মম জীবন-আনন্দ।
তোমার আনন্দে হোক্ তাঁহার আনন্দ॥
যদিও আমার শোকে পাগলিনী তিনি।
তথাপি আমার আত্মা তব অনুগামী॥
তোমার দর্শনে তিনি পাবেন সান্ত্বনা।
তাঁহার শান্তির কথা কখন ভুলনা॥
তিনি মম একমাত্র ছায়া ও ভূতলে।
রয়েছেন জানি নিত্য বকিংহামতলে॥
ক্লান্ত হলে রাজকার্য্যে কিম্বা মনো ক্লেশে
ঐ ছায়াতলে তুমি বোসো রাজবেশে॥
শান্তির রাজত্ব তব শান্তিময় দেখো।
সবাই সুহৃদ্ তব এই মনে রেখো॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
তোমার রাজত্বে এই চিরপ্রথা জান॥
উদার তোমার এই রাজসিংহাসন।
মহালক্ষ্মী মহাভাবে এইখানে রন॥

দয়া মায়া স্নেহ তব অমূল্যরতন।
এই সবে হয় তব প্রজার পালন॥
পৃথিবীর সর্ব্বদেশে তোমার রাজত্ব।
দিনমণি তব রাজ্যে নাহি যান অস্ত॥
পার্লিমেণ্টে পূর্ণ তব রাজমন্ত্রিগণ।
তোমাতে মন্ত্রনা শক্তি করিবে স্থাপন॥
সে শক্তির সমন্বয় রাখিও যতনে।
বলিও বিচার করি মন্ত্রী শক্তিগণে॥
রাজগণ সঙ্গে রেখো অভেদ মিত্রতা।
বিদেশ স্বদেশ কিছু বাছিও না তথা॥
ভারতের এক ছত্রী তুমি রাজ্যেশ্বর।
অতিশয় রাজভক্ত ভারতের নর॥
তাদের মুখের দিকে চেও বার বার।
দেখিও কখন হয় অভাব কাহার॥
অভাব আর অভিযোগ শুনিও সতত।
মনের সহিত করো জগতের হিত॥
যে জন আশ্রয় লবে বুঝে নিরাশ্রয়।
অবশ্য তাহারে তুমি দিও নিজাশ্রয়॥
ধর্ম্মের রক্ষক তুমি কর্ম্মের সাধক।
ভাগ্যের নিয়ন্তা তুমি ভবের পালক॥
বিদ্যার বিধাতা তুমি বিবেকের মূল।
বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান তোমাতে অতুল॥
পিতার মতন তুমি রেখো সবে বশ।
যশের রাজ্যেতে যেন না হয় অযশ॥

পিতামহী তুল্য তব পুণ্য যেন হয়।
তোমার মুকুটে যেন চির শোভা রয়॥
ইংলণ্ডের ইতিহাসে অক্ষয় অমর।
হয় যেন তব নাম বিশ্ব চরাচর॥
আর কি বলিব আমি পুত্র প্রিয়তম।
বিলম্ব হইল বহু যাই নিজ ধাম॥"
এই বলি মহামূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় রথে।
উঠে গেলা যেন কিবা মিশায়ে জ্যোতিতে॥
অপূর্ব্ব স্বপন দেখি ইংলণ্ড ঈশ্বর।
ভক্তিভাবে প্রেমভরে স্মরিলা ঈশ্বর॥
প্রেমে গদ্ গদ চিত্ত নেত্রে বহে ধারা।
উঠিলেন রাত্রি শেষে যেন শুক্ তারা॥
প্রভাতে আসিয়া মাতা, রাণী সন্নিধানে।
কহিলেন স্বপ্ন বার্ত্তা যত ছিল মনে॥
শুনিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব স্বপ্নের বিষয়।
ছয় চক্ষু ছল্ ছল্ হলো সে সময়॥
মুখেতে না সরে বাণী নীরব সকলে।
ভাবিলেন ভগবান সদয় ভূতলে॥
পুণ্যের রাজত্ব এই পুণ্যের সংসার।
পুণ্যবলে সুপ্রসন্ন হবে চারিধার॥
বিধির যা অভিপ্রায় তাই পূর্ণ হবে।
তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা কেহ না বুঝিবে॥
এক সূর্য্য যায় অস্তে আর সূর্য্য উঠে।
চালাইছে কেহ যেন নিত্য নভ-পটে॥

সেইরূপ চলে নিত্য এ বিশ্ব সংসার।
মনুষ্য নিমিত্ত মাত্র তিনি মাত্র সার॥
এই বলি করিলেন শোক সম্বরণ।
সে দিনের কার্য্যে সবে দিলা নিজ মন

পুনর্ব্বার

জয় ব্রিটনীয়া গীত।

জয় জয় নব রাজরাজেশ্বর জয়।
জয় জয় পঞ্চম জর্জ্জের জয়॥
গাও জয় জয় ধ্বনি, ভারতের সুরধনী,
কল্লোলিনী যেখানে যে আছ এ সময়॥
গাও সমুদ্র উথলে, এস মুখ তুলে কূলে,
গরজ হে নীল-কণ্ঠে নব রাজরাজেশ্বর জয়॥
গাও হিমগিরি উচ্চ শিরে, শুনাও তপন চন্দ্রমারে,
আকাশে আকাশে ঘোষ নব-রাজ-যশচয়॥
কোটী তারা কোটী আঁখি লয়ে,
দেখ ধরাপানে বারেক চাহিয়ে,
নব-রাজেশ্বরে রাজসিংহাসনে মূরতি অভয়॥
গাও বিহঙ্গম বনে বনে উড়ে,
নব কণ্ঠে আজ নব তান ধ'রে,
নব "করোনেসন" গীত সুরসাল রসময়॥

সম্রাট "সপ্তম এডোয়ার্ডের স্বর্গারোহণ" নামক শোক-কাব্য
সমাপ্ত।